অভিশপ্ত বাংলা

[আধুনিক সামাজিক নাটক]

'রামরাজ্য" ও "সোজাপথ" প্রণেতা
শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

বীণা লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীমোহিত কুমার ঘোষ
৩৪।এইচ্, বাহির শুঁড়া রোড্,
বেলেঘাটা, কলিকাতা।

এক টাকা

প্রথম সংস্করণ
১৯৫১

মুদ্রাকর শ্রীনলিনীরঞ্জন দাশ
সবিতা প্রেস
১৮-বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

ভূমিকা

বাঙ্গালী আজ ধ্বংসের মুখে, ব্যাক্তিগত ও দলগত ক্ষুদ্র নীচ স্বার্থের মোহে অন্ধ হয়ে তারা ছুটে চলেছে দুর্নীতির পথে, ভুলতে বসেছে জাতীয়তা ও দেশাত্ববোধ। তাই সমাজের প্রতিটী স্তরে দেখা দিয়েছে শাঠ্য কাপট্য ছল চাতুরী। ফলে দেশের চতুর্দ্দিকে আজ বিরাজ করছে একটা বিরাট রিক্ততা. উঠেছে দেশব্যাপী হাহাকারের রোল। এর প্রতিকার করতে হলে প্রয়োজন বর্ত্তমান সামাজিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও প্রবল আন্দোলন। অভিনয়ের মধ্য দিয়েই এই আন্দোলন প্রাণ-স্পর্শী হয়ে উঠে। সেই জন্যই এই ক্ষুদ্র নাটকটী লিখিবার প্রেরণা পাই। ব্যাপকভাবে অভিনয়ের সুবিধার জন্য নাটকটী স্ত্রীচরিত্র বর্জ্জিত করা হয়েছে।

বিনীত লেখক
শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ

নাট্যোল্লিখিত চরিত্র

নবীন—	উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক
শক্তি—	ঐ বন্ধু বেকার
সুরেশ—	একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক
গুপি—	ছদ্মবেশী গুণ্ডা
মহিম—	জমিদার, মিলমালিক M.L.A.
তারিণী—	জনৈক কংগ্রেস কর্ম্মী
রায়বাহাদুর—	উচ্চপদস্থ পুলীশ অফিসার, I. C. S.

পণ্ডিতমশাই, স্বর্ণকার, রতন পকেটমার, বাউল, ডাক্তার, রুগী, ছাত্রগণ, ভিখারী, দারোয়ান, নাগরিকগণ, মিলকর্ম্মচারীগণ, শ্রমিকপ্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবক

অভিশপ্ত বাংলা

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য

(স্থান—জনবিরল পার্ক, সময় সন্ধ্যা, নবীন উদাস মনে পদচারণ করিতেছে)

নবীন। কত কাল পরে ফিরে এলাম, আপন ঘরে স্বাধীন ভারতে বাংলা মা'র কোলে, কত আশা কত আকাঙ্খা, কত উন্মাদনা। কত সুখ স্বপ্ন, কত রঙ্গীন কল্পনা, আমায় উন্মাদ করে তুলেছিল, তাই শিক্ষা শেষ হতে না হতেই ছুটে এলাম অধীর আগ্রহে আমার জন্মভূমিতে, স্বাধীনতার সুখস্পর্শ অনুভব করতে। কিন্তু হায়! কেন এলাম! কি দেখতে এলাম, এই কি স্বাধীনতা! এই কি স্বাধীন জাতীর বাস্তব ছবি! অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, গৃহ নেই, চতুর্দ্দিকে হাহাকার, শুধু নেই, নেই, নেই। বাংলার ভাই বোনদেব প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় না যে এরা মানুষ এদের প্রাণ আছে স্পন্দন আছে অনুভূতি আছে। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত এরা প্রাণহীন।

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। উদাস মনে কি ভাবছ?

নবীন। ভাবছি, ভাবছি বাংলার কথা, আর হতভাগ্য এই বাঙ্গালীর কথা। এদের কি দুঃখনিশি পোহাবে না, দেশ স্বাধীন হল তবুও ঘুচল না এদের সে লাঞ্ছনা। তারা রইল চিররিক্ত, চিরবঞ্চিত, চিরউপেক্ষিত!

সুরেশ। অদৃষ্ট ভাই, অদৃষ্ট।

নবীন। অদৃষ্ট, অদৃষ্ট নয় বন্ধু, এ অদৃষ্টের নির্ম্মম পরিহাস নয়, এ তাদের কর্ম্মফল। বাঙ্গালী বাস্তবকে ছেড়ে কল্পনার পূজা করেছে তাই আজ সে মৃত।

(শক্তির প্রবেশ)

শক্তি। কে বলে বাঙ্গালী মৃত? অমৃতের সন্তান তারা মরতে পারে না। বাংলার উপর দিয়ে বয়ে গেছে বহু ঝঞ্ঝা, বহু অনাচার, বহু অত্যাচার, তবু ও সে টিকে আছে। আজও তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি।

সুরেশ। বেশী দেরীও নেই। বাঙ্গালী কি ছিল কি হয়েছে!

নবীন। তার সে অমিত তেজ, অদম্য সাহস, অলৌকিক কর্ম্মশক্তি, আজ কোথা? তারা তাদের বৈশিষ্ট হারিয়ে আদর্শ হারিয়ে ক্লীবত্বকে বরণ করে নিয়েছে। দেশের কথা ভাবে না, জাতীয় কথা ভাবে না, ভবিষ্যতের দিকে ফিরেও তাকায় না। অথচ একদিন ছিল যখন বাঙ্গালী সন্তান হাঁসতে হাঁসতে ফাঁসীর যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। না-না-বন্ধু, এ জাত মরেছে

শক্তি। মরেনি বন্ধু মরেনি, ঝিমিয়ে পড়েছে মাত্র। অঙ্গহানীর ব্যথায় সে আজ মুমূর্ষু। বাংলা তরুর পল্লব ঝড়ে গেছে কিন্তু কাণ্ড তার এখনও সরস। জলসিঞ্চন কর, আবার সে ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে।

নবীন। অসম্ভব। আজ শাঠ্য, কাপট্য, ছল, চাতুরী তার অন্তর ভরে আছে। দেশের জন্য দশের জন্য আত্মাহুতি দেবার প্রাণ কই।

শক্তি। প্রাণ, প্রতিষ্ঠা কর। বিবেকানন্দের দেশ, সুভাষের দে। কখন ধ্বংশ হতে পারে না। সুপ্তসিংহকে আবার জাগ্রত ক !

সু'রেশ। এখনও আশা রাখ?

'ক্তি। আশা আকাঙ্খাই জাতীর জীবন। আলোকে আঁধারেই কালের বিকাশ। এখনও যদি মুষ্টিমেয় নিস্বার্থ কর্ম্মী, এগিয়ে আসে কর্ম্মক্ষেত্রে, বাজায় তাদের শঙ্খ, দেখবে মহোল্লাসে ছুটে আসবে বাঙ্গলার তরুণের দল তাদের বাপ কাকাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।

নবীন। কিন্তু কোথায় তাদের সে তেজ, সে বীর্য্য, সে শৌর্য্য?

(গুপির প্রবেশ)

গুপি। সব আছে বাবা, সব আছে। ব্ল্যাকে খোঁজ াবে। এখন দাও দিকি সোনার. চাঁদেরা কার কি আছে

—সোনার বোতাম, আংটী, Wristwatch (রিভলবার বাহির করিয়া) দাও—

সকলে। পুলিস—পুলিস

গুপি। হা-হা-হা। সব পরস্মৈপদী বাওয়া। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত। দেখছ কি চাঁদ, সম্বন্ধীরা কেউ আসবে না, দোস্ত যে।

নবীন। পুলিস দোস্ত।

গুপি। হ্যা-হ্যা। তোমাদের মত বীরপুরুষদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে যা কিছু আনি, তার সবটাই কি ভোগে আসে, টেক্সো দিতে হয় না।

সুরেশ। টেক্সো।

গুপি। অবাক হচ্ছ যে, স্বাধীন দেশ, সভ্য হচ্ছিনা, ঘুষ বলবো, নাও খোল, খোল চট্‌পট্‌, নইলে—

সকলে। দিচ্ছি দিচ্ছি

গুপি। চট্‌পট্‌, বাবুদের হাত যে নড়ে না, নোবো নাকি টেনে হিঁচড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে? (সুরেশের প্রতি) তুমি আবার গুটি গুটি কোথায় চলেছ চাঁদ? ওঃ—দেখেছ বুঝি কোন বাঙ্গালী বেল্লিককে (স্বগত) না এ শালাদের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। শশুরবাড়ী নিয়ে গিয়ে দিন কতক জামাই-আদরে কালিয়া কোপ্তা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। বেটারা একেবারে লক্ষ্মীছাড়া, নইলে মা লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে। হোলো তোমাদের? (সুরেশের প্রতি), আংটীটা আবার রাখলে যে বড়।

সুরেশ। না-না, এই ত খুলছি, বড্ড কসে গেছে কিনা

গুপি। ও কসে গেছে বটে, তবে দাঁড়াও আঙ্গুল শুদ্ধ—

সুরেশে। না-না এই যে এই নাও (আংটী ও বোতাম প্রদান)

গুপি। তোমাদের (নবীন ঘড়ী, আংটী, বোতাম ও শক্তি বোতাম প্রদান করিল)

জয় হোক বাবা, (প্রস্থান করিতে করিতে বক্রোক্তি করিয়া) এরা করবে দেশ উদ্ধার! কেবল বাক্যি, ছো—ছো (প্রস্থান)

সুরেশ। যাক্ টাকাপয়সাগুলোর দিকে যে নজর দেয়নি তবু রক্ষে, নইলে হেঁটে বাড়ী ফিরতে হত।

নবীন। সত্য, আমরা মহাশক্তি দশভুজার অর্চ্চনা করি মহাসাড়ম্বরে কিন্তু শক্তি অর্জ্জনের দিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই। একটা ডাকাতের কাছে কলকাতা সহরের বুকের উপর আমারা তিন তিন জন ডাহা বেকুব বনে গেলুম (অন্ধের ছদ্মবেশে ভিখারীর প্রবেশ)

ভিখারী। অন্ধ নাচার বাবা, দুটো পয়সা দাও বাবা।

সুরেশ। টাকাপয়সাগুলোই বা বাকী থাকে কেন। দাও কি কুক্ষণেই আজ বেড়াতে বেড়িয়েছিলুম।

নবীন। আহা এর কি দোষ, কিন্তু খুচরো পয়সা ত নেই।

ভিখারী। দাও বাবা দুটো পয়সা, ভগবান ভাল করবেন। আমার কেউ নেই বাবা।

নবীন। এই নে (একটা সিকি প্রদান)

ভিখারী। জয় হোক বাবা, ধনে-পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হক (ফিরিয়া দেখিয়া) হ্যা বাবা! সন্ধ্যে বেলা অন্ধ মানুষকে আশা দিয়ে নিরাশ করলে? এই কি ভদ্দর লোকের কাজ বাবা?

নবীন কি রকম দিলুম না তোকে এই মাত্র ১টা সিকি।

ভিখারী। দিলে ত, কিন্তু এটা যে ডাহা অচল, এই দেখ না

সুরেশ। তুই না অন্ধ, দেখি (চোখে হাত দিতেই আবরণ খুলিয়া পড়িল)—

নবীন। Oh what a cheat, ওঃ কি অধঃপতনই না হয়েছে!

ভিখারী। তা কি করি বাবা, অন্ধই ত ছিলুম, তোমাদের সিকিই যে আমার চোখ খুলে দিলে!

শক্তি। তুই তাহলে অন্ধ নস্?

ভিখারী। তা বাবা মিথ্যে কথা বলব না, অন্ধও বটে আবার নইও বটে

নবীন। কি রকম

ভিখারী। এই যখন যা সাজি বাবা, কখন অন্ধ, কখন খঞ্জ, কখনও বা রিফিউজী। এমনিতে তো কেউ দেবে না এক পয়সাও। অন্ধ খঞ্জ যা হোক একটা কিছু সাজলে তবু মাঝে সাঝে টাকাটা সিকিটা মেলে।

শক্তি। টাকা অত সস্তা কিনা, এই বাজারে ভিক্ষে দেবে টাকা!

ভিখারী। দেয়, দেয় বাবা, মাঝে সাঝে। এই ধর মোটা রকমের কেউ গেঁড়াবাজী করল, তা কোন না ভিখিরীকে ২।১টা টাকা দিয়ে পাপ খণ্ডন করবে?

নবীন—। চল চল, যত সব ঠক জোচ্চোরের দল (প্রস্থানোদ্যত)।

ভিখারী। বদলে দেবে না বাবা?

অচল সিকি দান করে পুণ্যি করচো!

সুরেশ। এই নে, যা (তাচ্ছিল্লের সহিত ১টী আনি ছুড়িয়া দিয়া তিন বন্ধু প্রস্থানরত)।

ভিখারী। ও বাবুরা, সিকিটা নিয়ে যাও গো, তোমরা ভদ্দর নোক, চালাতে পারবে অফিসের ক্যাসে, কেন মিছিমিছি লোকসান করবে।

(বন্ধুত্রয়েব প্রস্থান)

ভিখারী। যাক্ বাবা, ধোঁকাদিয়ে আরো ৪টে পয়সা পাওয়া গেল। ঐ যে গোটাকতক আধা বয়সী মাগী আসছে না, হ্যা-হ্যা, এই দিকেই ত, দেখে মনে হয় ভদ্দর ঘরের, বোধ হয় কালী দর্শন করতে যাচ্ছে। হে মা কালী! লাগিয়ে দাও মা একটা মোটা রকমের দাঁও। এবার তাহলে খোঁড়া সাজা যাক্। যাই রিহারস্থাল দিতে দিতেই যাই।

(প্রস্থান)

২য় দৃশ্য

(বিদ্যালয় ক্লাসে ছাত্রগণ গোলমাল করিতেছে)

১ম ছাত্র। এই চুপ, পণ্ডিত মশাই আসছেন।

(সকল ছাত্র মনোযোগী হইয়া পড়া করিতে লাগিল)

(পণ্ডিতমশাইয়ের প্রবেশ। ছাত্ররা উঠিয়া দাঁড়াইল)

পণ্ডিত। বস্, পড়া করেছিস্ ?

সকলে। হ্যা-স্যার—

পঃ ম। (১ম ছাত্রকে) আচ্ছা বল সিংহের স্ত্রীলিঙ্গ কি ?

১ম ছা। সিংহী

পঃ ম। (২য় ছাত্রকে) ব্যাঘ্র

২য় ছা। ব্যাঘ্রী

পঃ ম। (৩য় ছাত্রকে) মহিষ

৩য় ছা। মহিষী

পঃ ম। (৪র্থ ছাত্রকে) রাজা

৪র্থ ছা। রাজী (সকলের হাস্য, ৪র্থ ছাত্র অপ্রস্তুত)

পঃ ম। এ্যা হাঁসি যে ধরে না। নিজেরা ত কত ওস্তাদ। বস্। আচ্ছা (৫ম ছাত্রকে) সম্রাট মহিষী মানে কি ?

৫ম ছা। সম্রাটের মাদী মোষ

পঃ ম। কি, কি বললি, সম্রাটের মাদী মোষ, ইয়ারকি হচ্ছে ?

৫ম ছা। না স্যার

পঃ ম। না স্যার, ভারী ডেঁপো হয়েছিস্। দাঁড়িয়ে থাক। আচ্ছা (৪র্থ ছাত্রকে) তুই বল "যাহার পুত্র হয় নাই" এক কথায় কি বলে। তুই, তুই, তুই

৩য় ছা। আমি বলব স্যার ?

পঃ ম। বল

৩য় ছা। আঁটকুড়ো

পঃ ম। কি আঁটকুড়ো, কোন বইয়ে লেখা আছে ?

(দুই জন ছাত্রের প্রবেশ। প্রথম ধনীর সন্তান নাম
প্রফুল্ল ; দ্বিতীয় দারিদ্রের নাম গোপাল)

এতক্ষণে বুঝি বাবুদের সময় হল। কটা বেজেছে হুস আছে

ছাত্রদ্বয়। দেরী হয়ে গেছে Sir

পঃ ম। দেরী হয় কেন, গুলি খেলা হচ্ছিল বুঝি ?

গোপাল। না Sir, মার জ্বর হয়েছে তাই আমাকেই রাঁধতে হল

পঃ ম। তা একটু সকাল করে রাঁধলেই ত পারতে।

গোপাল। বাবাকে খাইয়ে, মায়ের সাবু করতে দেরী হয়ে গেল।

পঃ ম। আচ্ছা যা বসগে। প্রফুল্ল, তোমার বাবা আজ দেরী হল কেন ?

প্রফুল্ল। আজকে Sir ঠাকুর আসেনি, নতুন ঠাকুর পাওয়া গেল না। শেষকালে হোটেল থেকে খাবার এল তাই·

পঃ ম। তাহলে আজ ত তোমাদের বড় কষ্ট হবে। ক্ষিদে পায়ত সকাল সকাল ছুটী নিয়ে যেও। যাও বসগে। এই কে বলতে পারিস্ "যার পত্নী বিয়োগ হয়েছে" এক কথায় কি বলে।

৩য় ছা। বিধবা মিনসে

পঃ ম॥ ফাজলামি হচ্ছে। গর্ভস্রাব। তোর কিছু হবেনা, দাঁড়িয়ে থাক।

৩য় ছা। আর করবো না Sir

পঃ ম। (১ম ছাত্রকে) শাখামৃগ কাহাকে বলে?

১ম ছা। যে হরিণ ডালে ডালে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পঃ ম। বাঃ সবাই ওস্তাদ, বই বোধ হয় কারুই খোলা হয়নি।

১ম ছা। আজ সময় পাইনি Sir

পঃ ম। কেন, কি কাজে ব্যস্ত ছিলে?

১ম ছা। রেশন আনতে গেসলুম স্যার।

পঃ ম। (২য় ছাত্রকে) তোর?

২য় ছা। কাপড়ের কণ্ট্রোলে লাইন দিয়ে ছিলুম, মস্ত বড় লাইন হয়েছিল Sir

পঃ ম। (তৃতীয়কে) আর তুমি কোথায় লাইন দিয়েছিলে চাঁদ, আলোছায়ার না রূপবাণীতে?

৩য় ছা। না স্যার

পঃ ম। না স্যার, তবে পড়া হয়নি কেন?

৩য় ছা। কাজ ছিল, শ্যামবাজার যেতে হয়েছিল।

পঃ ম। কেন, জমিদারী বিকিয়ে যাচ্ছিল বুঝি? পোড়ো ছেলে লেখাপড়ার সময় পড়াশুনা নেই কেবল কাজ কাজ কাজ। গার্জ্জেনগুলোও সব হয়েছে তেমনি। কেন তোর বাবা যেতে পারেনি?

৩য় ছা। বাবার যে Sir টিউশনী আছে।

পঃ ম। তবে কাজই কর্‌গে! (৬ষ্টকে) হ্যারে তুই ত ভাল ছেলে, আজ পড়া হয়নি কেন?

৬ষ্ট ছা। ঝি আসেনি স্যার।

পঃ ম। ঝি আসেনি। তা তোর কি?

৬ষ্ট ছা। কয়লা ভাঙ্গতে হল, রাস্তায় কল থেকে জল ধরতে হল, তারপর ঘুঁটে আনতে হল, আর সময় হল না।

পঃ ম। (৫ম ছাত্রকে) তোর কি হয়েছিল?

৫ম ছা। দাদার অসুখ, ডাক্তারখানায় যেতে হয়েছিল, ওষুধ আনতে দেরী হয়ে গেল।

পঃ ম। তা দিনের বেলায় যখন সবাইকে নানান কাজ করতে হয় তখন রাত্রিতে একটু চেপে পড়লেই ত হয়!

৫ম ছা। বাড়ীওলা যে স্যার ঠিক দশটার সময় আলো নিভিয়ে দেয়।

পঃ ম। হ্যারিকেন রাখতে পারিস্ না?

৫ম ছাত্র। আমরা যে স্যার বড় গরীব।

পঃ ম। গরীব বললে ত চলবে না। পড়া করতেই হবে।

৫ম ছা। করি ত স্যার, তবে আমাদের যে অনেক কাজ করতে হয়, চাকর নেই, খাবার সময় কম, মা'র শরীর খারাপ, ছোট ভাইটা বড় দুরন্ত, তাকে ধরতে হয়।

পঃ ম। তাহলে লেখাপড়া হবে কি করে? সারা বছর পড়বে না। গার্জ্জেনরাও দেখবে না। আর প্রমোশনের সময় স্কুল খারাপ, মাষ্টারগুলো সুবিধের নয়! যত সব হয়েছে—হু। আর কেন, মা সরস্বতীর কাছ থেকে বিদেয় নিয়ে সরে পড় না বাবা।

৩য় ছা। তা কি করব স্যার, ভদ্রলোকের ছেলে অন্ততঃ ১টা পাশ না করলে ত কিছুই জুটবে না।

পঃ ম। কেন মাটী কাট না, মোট বও না—গরীব, গরীব ত লেখাপড়ার সখ্‌ কেন? জজ ম্যাজিষ্টর অমনি হয়, না? বলি আমাদের আবার জ্বালাতে আসা কেন?

৩য় ছা। তা স্যার আমরা সবাই ছেড়ে দিলে আপনাদের কি হবে?

পঃ ম। বটে বটে। যত বড় মুখ তত বড় কথা। বেয়াদব বেকুব, মাষ্টারের মুখের উপর কথা। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা। তোকে যদি রাস্‌টিকেট না করি ত কি বলেছি— (প্রস্থানোদ্যত)

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। কি হয়েছে পণ্ডিত মশাই। অত উত্তেজিত কেন? আমার বন্ধু নবীনবাবু আপনাদের স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছেন। কি মনে করবেন তিনি?

পঃ ম। এই দেখুন না Sir আপনার ছেলেদের কাণ্ড। পড়া কেউ কোন দিন করবে না, আবার বদমাইসি, মুখের উপর কথা। শিক্ষক বলে মান্য নেই, মুখে যা আসবে তাই বলবে। বলে কিনা ওঁরা দয়া করে না এলে আমাদের হাঁড়ী চড়তো না।

সুরেশ। কি হয়েছে, তোমরা পণ্ডিত মশাইকে কি বলেছে ? ছিঃ ভদ্রসন্তান তোমরা কত আশা করে তোমাদের বাপ মা স্কুলে দিয়েছেন যাতে তোমরা মানুষ হয়ে দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করতে পার।

১ম ছা। না স্যার, আমরা এমন কিছু বলিনি। রেশন আনতে যেতে হয়েছিল তাই আজ পড়া হয়নি। আমরা গরীব, সংসারের অনেক কাজ করতে হয় তাই সব দিন সব বইয়ের পড়া হয় না।

পঃ ম। তাই, তাই না, মিথ্যুক কোথাকার, আর কিছু বলিসনি তোরা ? ওদের কোন কথা শুনবেন না স্যার। আর এই ছেলেটাই (তৃতীয় ছাত্রকে দেখাইয়া) হচ্ছে পালের গোদা বদমাইসের ধাড়ী।

সুরেশ। বুঝতে পেরেছি। পণ্ডিতমশাই এদিকে আসুন ত। (জনান্তিকে) আপনি সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়েছেন। এটা ঠিক নয়। এরা ছাত্র, আমরা শিক্ষক, আমাদের দেখেই এরা শিখবে সত্য সংযম ও ইন্দ্রিয়দমন। এরা বালক, বালকসুলভ চপলতা ওদের থাকবেই। অন্যায় করলে বুঝিয়ে বলতে

হবে, ভালবেসে হৃদয় জয় করতে হবে। শিক্ষক যেন ভীতির পাত্র না হয়ে ভক্তির পাত্র হন সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। (ছাত্রদিগকে) তোমরা পণ্ডিত মশাইয়ের নিকট ক্ষমা চাও।

সকল ছাত্র। পণ্ডিতমশাই ক্ষমা করুন।

পঃ ম। এ্যা ক্ষমা, গোড়া কেটে ডগায় জল।

সুরেশ। পণ্ডিতমশাই!

পঃ ম। আজ্ঞে—

সুরেশ। দেখুন সত্যই এরা অধিকাংশই গরীব মধ্যবিত্তের সন্তান। এদের লেখাপড়া শেখা একটা মহা সমস্যা হয়ে উঠেছে। অনেক অভিভাবক নিজেদের সর্ব্বরকমে বঞ্চিত করে অর্দ্ধভুক্ত থেকে ছেলেদের স্কুলে দেন, তাঁরা পারেন না তাঁদের ছেলেদের মূর্খ করে বসিয়ে রাখতে। যতটা পারেন ক্লাসের মধ্যেই পড়া করিয়ে দেবেন। আর তোমরাও প্রাণপণ চেষ্টা করবে যাতে শিক্ষিত হতে পার, সভ্য হতে পার বাপমার দুঃখ ঘোচাতে পার। বুঝলে? আর যেন কখনও তোমাদের নামে কিছু না শুনি।

(প্রস্থান)

পঃ ম। ওঃ স্কুলমাষ্টারীর মত ঝকমারী আর নেই। কেউ যেন কখনও স্কুল মাষ্টার না হয়। জাতও যায় পেটও ভরে না। দোহাই বাবারা তোমাদের যা প্রাণ চায় কর, কিচ্ছু বলবো না। আমার দায় পড়েছে, মাইনে পেলেই হল।

(ঘণ্টাধ্বনি) (পণ্ডিতমশাইয়ের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

(স্থান—কলিকাতার সন্নিকটস্থ গ্রাম নাম ভদ্রশালী, সময়—৩টা মেঠো রাস্তার উপর বাউল গান করিতেছে, ছেলেমেয়ে গান শুনিতেছে, নবীন সুরেশের বাড়ী যাইবাব পথে তন্ময় হইয়া গান শুনিতে লাগিল)

গীত

আমরা মরি বিল ছেঁচে তোমরা খাও কই।
পেঁচো গয়লা পোষে গরু ন্যেপোয় মারে দই।
কেউবা ম'ল গুলির চোটে কেঁউবা ফাঁসী কাঠে।
কেউবা ম'ল পিলে ফেটে কেউ বা পচে জেলে।
এমনি করে মা আমাদের হারায় কত ছেলে।
চোখের জলে বুক ভাসে মার মনের কথা কারে কই।
খোঁচা খেয়ে সিঙ্গিমামা দিল পগাড় পাড়ে ছুট।
কোটর থেকে হুতোম পেঁচা করতে এল লুঠ।
দুঃখের বোঝা বহিগো মোরা ঠাণ্ডি ঘরে রই।
মনের সুখে পাকা ধানে দিচ্ছে মোদের মই।

নবীন। এ গান তোমায় কে শেখালে ভিক্ষুক ?

বাউল। কেউ নয় বাবা, কেউ নয়। মনের ব্যথা সুরের ঝঙ্কারে আপনা হতেই বেজে ওঠে, কি যে গাই তা নিজেই জানি না।

নবীন। তুমি ত ভিক্ষুক নও ভাই, তুমি মহাসাধক আজ প্রয়োজন হয়েছে তোমারই মত সাধকের। একদিন

বাংলার অমর কবি পরমসাধক মুকুন্দদাস বাংলার পল্লীতে পল্লীতে চারণ গান গেয়ে জাগিয়ে তুলেছিলেন এই বাঙ্গালীকে। আজ আবার গাও ভাই ঠিক তেমনি করে তোমার ঐ মর্ম্মভেদী করুণ গান। পল্লীর গ্রামে গ্রামে গেয়ে যাও জাগিয়ে তোল সুপ্ত জাতিকে, দিক্ষিত কর বাঙ্গলার তরুণদের মাতৃমন্ত্রে।

বাউল। একি গান বাবা।

নবীন। সত্য বলেছ সাধক, এ গান নয়। এ মহামন্ত্র, সুরের লহরী তুলে হৃদয়বীণায় দেয় ঝঙ্কার, জাগিয়ে তোলে সুপ্ত চেতনা। এ গানের প্রতিটী তন্ত্র বাঙ্গালীর কর্ণে প্রবেশ করলে—

বাউল। গীত

এবার, খেপল বুঝি খেপা ছেলে
সামলে রাখা দায়
শুনবে নাকো কারুর কথা
মানবে নাকো কোন বাধা।
আপন মনে সোনার তরী উজান বেয়ে যায়।

(নবীন ব্যতাত সকলের প্রস্থান)

নবীন। কি সুন্দর, কি হৃদয়গ্রাহী, কি আবেগময়ী এই গান। যে দেশের সামান্য ভিক্ষুক এমন গান রচনা করতে পারে সে দেশ ডুবতে পারে না। সে আবার জাগবে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ভবিষ্যৎ বাংলার সেই উজ্জ্বল

ছবি। যেখানে দুঃখ নেই, দারিদ্র্য নেই, শোষণ নেই, আছে শুধু সুখ শান্তি ও প্রাচুর্য্য।

গুপির প্রবেশ

গুপি। কি দেখছ চাঁদ, আকাশ পানে তাকিয়ে?

নবীন। কে? ও।

গুপি। পুলিশ ডাকবে না, ডাক।

নবীন। না প্রয়োজন নেই।

গুপি। সাবাস, কেন লজ্জা হচ্ছে?

নবীন। লজ্জা, লজ্জা তোর হওয়া উচিত। অমন অটুট স্বাস্থ্য থাকতে গুণ্ডামি ডাকাতি করতে লজ্জা করে না?

গুপি। লজ্জা! ছো -আমি কি বাওয়া, জেনানা?

নবীন। নিলর্জ্জ, খেটে খেতে পারিস না?

গুপি। খেটেই ত খাচ্ছি বাওয়া। গুণ্ডামি কি অমনি হয়, মেহন্নৎ করতে হয় না? দস্তুর মত কসরৎ করতে হয়। কখন কিছু মেলে, কখনও বা একেবারে ফক্কা।

নবীন। সৎপথে থেকে কিছু কাজ কর্ম্ম করলে ত পারিস্।

গুপি। বেশ কাজ দাও, বল কার গর্দ্দান চাই, কার ঘরে আগুণ দিতে হবে?

নবীন। এই কি তোর সৎকাজ?

গুপি। জানিনা বাওয়া তোমাদের কেতাবে কি বলে। কলমের খোঁচায় লাখ লাখ পকেটস্থ করলে দোষ হয় না। তখন তোমরাই হও দেশের মোড়ল কেউকেটা কেষ্টবিষ্ট।

নবীন। তোর কথাগুলো ত খুব পাকা পাকা। জ্ঞান ত দেখছি টনটনে। জ্ঞানপাপী আর কি।

গুপি। অমনি বেসুরো গাইলে বাওয়া। পাপ পুণ্যের কথা আর বোলো না, ধর্ম্মের নামে কেবল ভণ্ডামি।

নবীন। (স্বগত) লোকটা নেহাৎ মন্দ নয়, জ্ঞান আছে, হয়ত ফেরান যায় (প্রকাশ্যে) হ্যা এই! এসব ছেড়ে দিবি?

গুপি। তারপর ডান হাত চলবে কি করে! ভুতি চুষবো? বেড়ে আছ বাবা।

নবীন। কেন চাকরী করবি।

গুপি। হা-হা-হা। আমি করবো চাকরী? তাহলেই হয়েছে।

নবীন। কেন?

গুপি। তা হলে মনিব বাহাদুরকে পিঠে কুলো বেঁধে আস্‌তে হবে। যাই বলবে "ড্যাম রাস্কেল" অমনি আমার এই হাত দুটো, তার গালের উপর প্যারেড শুরু করে দেবে—left right, left.—

নবীন। আঃ ফাজলামি রাখ, ঠিক করে বল কাজ করবি কি না?

গুপি। কেন করবো না? কাজ পায়না বলেই ত লোকে স্বভাব নষ্ট করছে।

নবীন। ঠিক

গুপি। ঠিক

নবীন। কি কাজ জানিস্? অবশ্য গুণ্ডামি ছাড়া।

গুপি। কি জানিনা বাওয়া। ভোটের দালালী থেকে সুরু করে মায় মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া পর্য্যন্ত। তবে হ্যাঁ, দুটো বাদ।

নবীন। কি, কি?

গুপি। এই ভিক্ষে করা, আর কেরানীগিরি।

নবীন। কেন?

গুপি। ও দুটোই একেবারে ছ্যাচড়া, মোটে বরদাস্ত করতে পারি না। না আছে মান, না আছে ইজ্জত, আর না ঘোচে কোনদিন দৈন্যদশা।

নবীন। গুণ্ডামির চেয়েও?

গুপি। আলবৎ, তোমরাই ত বল "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"। যাক্, কিছু দাও দিকিনি এখন। চাকরী যখন ঠিকই হয়ে গেল, মাসখানেকের মাইনে না হয় advanceই দিলে

নবীন। চাকরী করিস্ ত দেখা করিস। এই নে (কার্ড প্রদান)। টাকা কাছে বিশেষ নেই, এথেকে ১ পয়সাও দেওয়া চলবে না

গুপি। কেন?

নবীন। একটা পরিবার আজ ২ দিন অনাহারে আছে। বাড়ীতে তাদের একটা মুমূর্ষু রোগী আমাকেই দেখাশুনা করতে হবে।

গুপি। বারে টিয়াপাখী অমনি পড়তে সুরু করলে ত বাবা। যাচ্ছ ত ব্ল্যাক করতে। আহা কি কিনবে বলই না। না হয়

দালালীটা কিছু কম করেই দিও। হাজার হোক চেনা লোক যখন।

নবীন। বিশ্বাস হচ্ছে না?

গুপি। ওরে বাবা, বিশ্বাস হবে না, ভদ্দরলোকের কথা জজে মানে। মাইরি বলছি, দাও কিছু, হাত একেবারে খালি।

নবীন। না, এ টাকা চোর ডাকাতের জন্য নয়।

গুপি। দেবেনা?

নবীন। না

গুপি। তা হলে দোষ দিও না কিন্তু। এখনও বলছি ভালয় ভালয় মানে মানে কিছু দাও। কেন মিছে মিছি খুন জখম হবে।

নবীন। বটে, সাধ্য থাকে কেড়ে নে।

গুপি। তবে রে, (ছোরা বাহির করিল, নবীন ক্ষীপ্রহস্তে গুপির কব্জি ধরিল, গুপির হাত হইতে ছোরা খসিয়া পড়িল নবীন কুড়াইয়া লইয়া)

নবীন। এখন পরিচয় পেলি ত। বাঙ্গালী যুবক মাত্রেই ননীর পুতুল নয়। একথা যেন ভবিষ্যতে স্মরণ থাকে।

(প্রস্থান)

গুপি। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। পেছু নিতে হল। বাঙ্গালী তাহলে এখনও একেবারে হীনবীর্য্য হয়নি। ২।৪টে মানুষ আছে খুঁজলে পাওয়া যায়। হতাশ হসনি মা, হতাশ হসনি। অপেক্ষা কর, ক্ষণেক অপেক্ষা কর। (প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য

(স্বর্ণকারের দোকান স্বর্ণকার খাতা লিখিতেছে)

(সুরেশের প্রবেশ)

স্বর্ণ। আসুন আসুন মেজবাবু, বসুন (সিগারেট প্রদান)।

সুরেশ! থাক, থাক,

স্বর্ণ। তাকি হয়, নিন নিন, সব ভাল ত ?

সুরেশ। এই কোন রকমে টিকে আছি! আপনার কারবার কেমন চলছে।

স্বর্ণ। আর বললেন না মেজবাবু, বড়ই মন্দা।

সুরেশ! সে কি, আজকাল ত শুনছি বড় লোকেরা খুব গয়না গড়াচ্ছেন

স্বর্ণ। আজ্ঞে হ্যা, যাঁরা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে বোটানিকেল গার্ডেনের বটগাছ হয়েছেন তাঁরা অবশ্য টেক্সো ফাঁকি দেবার জন্য ও ধরা পড়বার ভয়ে গয়না গড়াচ্ছেন, তবে তাঁরা কি আর দয়া করে আমাদের মত গরীব সেঁকরার দোকানে আসবেন ? তাঁরা যাবেন হ্যামিলটনের বাড়ী, বড় জোর যদি নামেন ত গিনি হাউস্ অথবা M. B. Sarker

সুরেশ। তা বটে, হ্যা দেখুন, আমার একটা কাজ—

স্বর্ণ। বিলক্ষণ, আপনাদের ৫ জনের কৃপাই ত এখনও বেঁচে আছি। এই দুর্দ্দিনের বাজারে কাচ্ছাবাচ্ছাদের মুখে কোন রকমে দু মুঠো দিতে পারছি ।

সুরেশ। আমার এই চুড়ি ক'গাছা ভেঙ্গে—

স্বর্ণ। বেশত প্যাটার্ণটা পছন্দ করুন, ও সব সেকেলে গয়না কি আর এখন চলে।

সুরেশ। প্যাটার্ণ দেখে আর কি হবে। শুনুন তাহলে খুলেই বলি. বাজারে কিছু দেনা হয়ে গেছে, শোধবার কোন পথই খুঁজে পাচ্ছিনা, তাই ভাবছি এই ব্রঞ্জের উপর গাছ পেছু আনা দুই দিয়ে নিকেল করে নি, আর বাকি সোনাটায় দেনা শোধ করি।

স্বর্ণ! সে কি, আমরা ত জানতাম, আপনি ভগবানের কৃপায় বেশ শাঁসেজলে।

সুরেশ। বাইরে থেকে সবাই তাই ভাবে। কিন্তু ভেতর একেবারে ঝাঁঝরা। আমাদের মত মধ্যবিত্ত সংসারে আজ সকলেরই অবস্থা সমান। কোন রকমে বাইরের ঠাট বজায় রেখে যাচ্ছে। নইলে কেউ কি সখ করে স্ত্রীর গায়ের গয়না বিক্রী করে ?

স্বর্ণ। তা যা বলেছেন। সবাই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। কিন্তু বানী যে পড়বে অনেক।

সুরেশ। তা আর কি করি বলুন। গেরস্থ ঘরে এক ছড়া হার ও গাছ কয়েক চুড়ি না হলে ত সমাজে বার হওয়াই দায়। হায় ভগবান! এত আইন হচ্ছে আর এই গয়না পরাটা আইন করে বন্ধ করতে পারে না, আমরাও

বাঁচি আর গভমেণ্টকেও সোনার জন্যে দেশ-বিদেশে খোসামোদ করতে হয় না।

স্বর্ণ। বেশ বলেছেন, তাহলে আমদের চলবে কি করে?

সুরেশ! সে ভাবনা নেই, কি জানেন এই মেয়েগুলোর গয়না পরবার সখ কোন দিনই কমবে না, তা যে যতই শিক্ষিতা ও আধুনিকা হোক না কেন। কাজটা পারবেন ত?

স্বর্ণ। তা পারব না কেন, কই দেখি চুড়িগুলো।

সুরেশ। এই যে (চুড়ি প্রদান)

স্বর্ণ। ওরে কালী (কালীর প্রবেশ), বাবুর এই চুড়িগুলো গালিয়ে কসে দেত বাবা। যান আপনি এর সঙ্গে পাশের ঘরে। ওজনটা ভাল করে দেখে নেবেন শেষে যেন বদনাম না হয়।

কালী। আসুন (কালী ও খরিদ্দারের প্রস্থান রতনের প্রবেশ)

রতন। কেউ নেই ত রে?

স্বর্ণ। না, মাল আছে নাকি?

রতন। মোটা

স্বর্ণ। দাঁড়া এদিককার কপাটটা বন্ধ করে দি। দেখিস্ ফেঁসাদ হবে না ত?

রতন। কি বাবা, নেকামি হচ্ছে, কত গেল রথারথী শেওড়াতলায় চক্কোত্তি, এই কম্মে দাড়ি পাকিয়ে ফেল্লি।

স্বর্ণ। দাড়ি! আমার আবার দাড়ি কোথায়!

রতন। পেকে ঝরে গেছে বাওয়া। আজ কিন্তু আধাআধি।

স্বর্ণ। আগে দেখা না কি জিনিষ।

রতন। এই দেখ। দেখেছিস্ আক্কেল গুড়ুম ত।

স্বর্ণ। তাইত রে, রতনা মাইরি বলছি আজ নিঘ্যাত নিজের মুখ দেখে উঠেছি। এ্যাঁ ভরি ২৫ হবে, কি বলিস্ ?

রতন। একি আর ফোতুষ কেরাণীর বৌয়ের গয়না যে ফুঁ দিলে উড়ে যাবে।

স্বর্ণ। তুই তো পকেট মার, এ গয়না কি করে পেলি ? সিঁদেল হয়েছিস নাকি ?

রতন। পকেট ত আজকাল গড়ের মাঠে, ২।৪ আনা পয়সা, চাবির থোলো, নস্যির ডিবে, নয় ত সিগারেট কেস্, ও মেরে আর কি হবে ? তাই মাথা ঘামিয়ে একটু রকমারি মার সুরু করেছি, বুঝলি ? সন্ধ্যেরাতে মাঠে গাড়ী রেখে, নাগর নাগরী হাওয়া খেতে খেতে চলেছেন, সম্মারামও পিছু নিল, তারপর নিরালা পেয়ে, ব্যস—বিরাশী ওজনের এক চড়, কাপ্তেনবাবু নিলেন মাটী, হা-হা-হা।

স্বর্ণ। জমা দিসনি বুঝি। দলের সঙ্গে দাগাবাজী

রতন। আর অতয় কাজ নেই, সব জমা দেবে ! এটা উপরি। নে নে গালাবি ত গালা নয়ত অন্য জায়গা দেখি।

স্বর্ণ। ওরে আমার সোনার চাঁদ রে ! আবার দর বাড়ান হচ্ছে। বস, চট্ করে গালিয়ে ফেলি (গালাইতে লাগিল)।

রতন। এবার খেঁদি, তোর খোঁতা মুখ ভোঁতা করছি। ভারী দেমাক, তবু যদি রংটা একটু কটা হতো রূপের ত ধুচুনী ঠোঁট ত নয় যেন বেয়ালা, গড়নটাই যা একটু আটসাট। দাঁড়া, টাকাটা একবার হাতে আসুক তারপর দেখাচ্ছি কত · ···· .

স্বর্ণ। ওরে রতনা, এ কিরে ?

রতন। কি কি হয়েছে ?

স্বর্ণ। দেখ দেখ সব পেতল। বড় জোর যদি ভরি পিছু এক আনা থাকে ? দেখ দেখ।

রতন। (দেখিয়া) তাইত রে, একেবারে ফ্যাক্সা, দুত্তোর বড়লোকের নিকুচি করেছে। অমন সাড়ী অমন গাড়ী আর গয়নার বেলাই গিল্টি, আচ্ছা, আমিও ছাড়চি না। একদিন না একদিন পাল্লায় পরতেই হবে, তখন সুদ সমেত আদায় করে না নি ত আমার নামই নয় রতনওস্তাদ।

(প্রস্থান)

স্বর্ণ। বেটা রেগে গড়গড়িয়ে চলে গেল, ভাগ আর নিচ্ছে না। যাক্ ভরি ২।৩ নির্ঘ্যাৎ পাওয়া যাবে। তাই বা এ বাজারে কম কি, কে দেয়। যা আসে, রাই কুড়িয়েই বেল। তাড়াতাড়ি সোনাটা বার করেনি।

(হাপড় করিতে লাগিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম দৃশ্য

[স্থান :—আসবাববিহীন একটী ঘরে ছিন্ন মলিন বিছানায় শায়িত একটী বালক, রোগ যাতনায় কাতর, নবীন শিয়রে উপবিষ্ট, ঔষধ সেবন করাইতেছে ও পরিচর্য্যা করিতেছে, এমন সময় উহাদের অলক্ষে গুপি মুসলমান বেশে প্রবেশ করিয়া সমুদয় নিরিক্ষণ করিতেছে]

রুগী। ও কে ওখানে?

নবীন। কে? কে তুই? কি চাস? কাকে দরকার?

গুপি। বাওয়া এ ত রসগোল্লা নয় যে টপাটপ মুখে ফেলবো। একটা একটা করে বস (দাড়ি খুলিয়া) নাও কি বলবে বল।

নবীন। তুই! ফের এসেছিস্। পালা বলছি। এখনও বুঝি শিক্ষা হয় নি? পালা, নইলে (ছোরা বাহির করিয়া) দেখেছিস্।

গুপি। হা-হা-হা থামলে কেন। কেবল ফোস্।

নবীন। তার মানে।

গুপি। মানে কি আর বুঝতে পারছ না চাঁদ? এদিকে যে হার্টফেল হবার দাখিল।

নবীন। বটে দেখবি তবে। (২পা আগাইয়া আসিল)

গুপি। আর ভয় নেই, বাঙ্গালী মসি ছেড়ে অসি ধরেছে।

নবীন। মেলা বাক্‌বিতণ্ডা করতে হবে না, শীঘ্র বল কেন এসেছিস্।

গুপি। বাড়ীতে পেয়ে বীরত্ব ফলাচ্ছ বাওয়া, না সাহস আছে বলতে হবে।

নবীন। ফের বাজে কথা। দেখবি! বল্, বল কেন এসে'ছস্?

গুপি (কৃত্রিম ভয়ের অভিনয় করিয়া। বলছি বাবা, বলছি। তোমার দাপটে সব গুলিয়ে যাচ্ছে, চোখে সরষের ফুল দেখাচ্ছ। তা, তা, এই ব্যাপারটা কি জান? পিরীতে পরে গেছি, যে দিন তুমি আমার হাত থেকে ছোরা খসিয়ে নিয়েছ সেই দিন থেকেই ছায়ার মত তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করছি (রুগীর কাতরোক্তি) (গুপি রুগীর নিকট যাইয়া) বড় কষ্ট হচ্ছে না ভাই, ভয় নেই ভাল হয়ে যাবে। এই নাও নেবু খাও।

রুগী। না-আ-আ।

গুপি। খাও আমি দিচ্ছি, আমি যে তোমার দাদা, লক্ষীটী খাও, তোমার যাতনা অনেক কমে যাবে।

(খাওয়াইতে লাগিল)

নবীন। মতলব কি?

গুপি। ভালই, একটু পুণ্যি করা। কি আপত্তি আছে। এখানেও কি তোমাদের কণ্ট্রোল।

(স্বেচ্ছাসেবকের প্রবেশ)

স্বেচ্ছাসেবক। নবীনদা। ডাক্তারবাবু এসেছেন।

নবীন। নিয়ে এস।

(স্বেচ্ছাসেবকের প্রস্থান ও ডাক্তার বাবুসহ পুনঃ প্রবেশ)

নমস্কার ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। নমস্কার। এরই অসুখ।

নবীন। আজ্ঞে, বড় কষ্ট পাচ্ছে।

ডাঃ। দেখি (পরীক্ষান্তে) হুঁ, কে দেখছিলেন

নবীন। হাঁসপাতালে আউট ডোরে।

ডাঃ। কি অসুখ, কিছু বলেছেন ?

নবীন। গলষ্টোন।

গুপি। এর পেটে আবার গলষ্টোন সাহেব ঢুকলো কি করে ?

ডাঃ। গলষ্টোন মানে গল ব্লাড়ারে ষ্টোন ফরম্ করা অর্থাৎ পেটে পাথর হয়েছে।

গুপি। তাই বলুন। তাতো হবেই, পাথর জমবে না ? কণ্ট্রোলের চাল খায় ত, অতটুকু ছেলে কি আর হজম করতে পারে ? আর কিছুকাল কণ্ট্রোল চললে সব ছেলেগুলোর মাথায় শিং গজাবে নিশ্চয়ই।

নবীন। চুপ কর্, সব তাতেই ফাজলামি। ডাক্তারবাবু কি রকম দেখলেন ?

ডাঃ। গলষ্টোন বলে মনে হয় না, gastritis অর্থাৎ অম্লশূল। যে রকম যাতনা তাতে injection করে ঘুম পারিয়ে রাখতে হবে।

গুপি। যা করতে হয় করুন না, রুগী পটল তুললে কি দাওয়াই দেবেন!

ডাঃ। এই যে (Injection করিয়া একটা Prescription লিখিয়া) এই ওষুধটা ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন, ঘুমুলে তুলবেন না, Liquid food খেতে দেবেন, Milk যত পারেন।

গুপি। Milk! দুধ! তাহলেই হয়েছে। গব্য রসের মধ্যে সম্বল আজকাল একমাত্র পায়ে, তাও হতভাগ্যদের অনেকেরই জোটে না!

নবীন। তার জন্যে ভাবনা নেই, যেমন করেই হোক্ জোটাতেই হবে। ডক্তারবাবু, সারবে ত ?

ডাঃ। হ্যা, ভাল হবে বৈকি। এর চেয়ে কত কঠিন case ভাল করলুম। এই ত সেদিন পুটিয়া রাজবাড়ীতে,—ওঃ কি serious।

গুপি। থাক্ ডাক্তারবাবু, ও advertisement গুলো আপনার letter pad এ ছেপে রাখবেন, কাজে লাগবে।

নবীন। ছি! কি হচ্ছে, ডাক্তারবাবু কিছু মনে করবেন না।

ডাঃ। না, আমাদের কি মনে করতে গেলে চলে।

নবীন। রোজ একবার করে আসবেন যতদিন না একটু ভালর দিকে যায়। একটু যত্ন নিয়ে দেখবেন, এই ছেলেটাকে নিয়ে এর মা কোন রকমে এদেশে পালিয়ে এসেছেন, বেচারীর বাপ ভাই বোন সব Riot-এ মারা গেছেন। বড় গরীব, কেউ নেই।

ডা০। তা ত দেখব, কিন্তু Treatmentটা continue করতে হবে, একটু expensive.

নবীন। তার জন্য ভাববেন না, খরচপত্র আমিই করব। নিন।

(ভিজিট প্রদান)

ডাঃ। আপনি ভাববেন না, চিকিৎসার ত্রুটী হবে না।

গুপি। ভাবনা আছে বৈকি মশাই। আপনারা বড়লোকের বাড়ী যেমন যত্ন নিয়ে দেখেন, গরীবের বাড়ী ঠিক তেমনি গাফিলতি করেন। টাকাও খান জানেও মাবেন।

ডাঃ। না-না তাকি হয়, আমাদের profession মানে ব্যবসা কত sacred অর্থাৎ পবিত্র। আচ্ছা, নমস্কার।

নবীন। নমস্কাব, মাখম, ডাক্তারবাবুকে গাড়ীতে পৌছে দাও।

(মাখম ও ডাক্তাববাবুর প্রস্থান) ভদ্রতা জানিস্ না?

গুপি। না, বেটা একেবারে ছোটলোক চস্‌মখোর।

নবীন। ডাক্তারী পড়তে ওঁদের বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে। এ ত আর তোর মত চিল ছোঁ নয়। এখন বল ত তুই কে? থাকিস্ কোথা? কি নাম?

গুপি। কেন বাওয়া নাম ধাম গোত্তরের দরকার হল? পাত্রের সন্ধান করছ নাকি? বলি আইবুড়ী শালী টালি আছে? তা বাওয়া আর কি সুপাত্র খুঁজে পেলে না?

নবীন। (সহাস্যে) কই, চোখে ত পড়ে না।

গুপি। কিন্তু আমি ওতে নেই।

নবীন। কেন বিয়ের উপর এত বীতরাগ কেন ?

গুপি। ওরে বাবা, বিয়ে। রামচন্দ্র! ভদ্রলোকে করে বিয়ে। তাও এ বাজারে। বেশ আছি খাচ্ছি দাচ্ছি প্রাণে যা আসে তাই করছি। কেউ মাথায় দিব্যিও দেবেনা, কারুর মানভঞ্জনও করতে হবে না। কি হাঁসছ যে! নতুন বিয়ে বুঝি, তাই এত দরদ। দুদিন বাবা, দুদিন। তারপর বুঝবে কত ধানে কত চাল।

নবীন। কেন ?

গুপি। হাতে পাঁজী মঙ্গলবার! বছর ঘুরতে তর সৈবে না! "বিয়ে করলেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা"।

নবীন। এলেই বা।

গুপি। বুঝবে বাওয়া বুঝবে। চ্যাঁ, ভ্যাঁ, কান্নাকাটি, ঝগড়াঝাঁটী, যখন সুরু হবে, দেখো বাওয়া, যেন স্বামী ফংফদানন্দ হয়ে যেওনা।

নবীন। সবাই কি বিয়ে করে পস্তাচ্ছে ?

গুপি। সবাই, দিল্লীকা লাড্ডু যো খায়া যো নেই খায়া।

নবীন। তাহলে না খেয়ে পস্তানর চেয়ে খেয়ে পস্তানই ভাল।

গুপি। খাও বাওয়া, পেট ভরে খাও। এ সম্মারাম কিন্তু ওতে নেই। একে ত এই চেহারা যেন নব কার্ত্তিক, পেটে নেই বিদ্যে, রোজগারের নাম অষ্টরম্ভা। আমি করব বিয়ে,

ছো-ছো। ২ দিন বাদে হয় পয়ে ঘাকার দেবে নয়ত রং বেরংয়ের হাওয়া গাড়ী আসা যাওয়া সুরু করবে। দোহাই বাবা, দরোয়ানী করতে পারব না।

নবীন। What a fine humorous chap !

গুপি। গাল দিচ্ছ দাও, তা বিদেশী ভাষায় কেন? যাক, এখন বল দেখি চাঁদ হঠাৎ পরোপকারে মতি হল কেন? future prospect আছে বুঝি?

নবীন। কি করি, না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় চোখের উপর মারা যাবে।

গুপি। বাংলা দেশে সাড়ে পোনের আনা লোকই ত, না খেয়ে মরছে, চিকিৎসা তাদের কাছে বিলাসিতা। তা এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এই বাড়ীটাই হল তোমার Target. ব্যপার কি?

নবীন। পাড়ার লোক, হলেই বা refugee, আমাদের আশ্রয়ে যখন এসেছেন দেখতে হবে না?

গুপি। দেখবে বৈকি! না দেখলে Massage Home গুলো চলবে কি করে?

নবীন। নীল চসমা পড়লে ছুনিয়াটাই নীল দেখে।

গুপি। ঠেকে শেখা যে, দেখলুম ত কত। বড় বড় হোমরা চোমরা, বাইরে সমাজপতি দেশনেতা, রিফিউজীদের দরদে ছুনয়নে বইতে থাকে দরদরধারে কুম্ভীর অশ্রু, ভেতরে কিন্তু পেটে পেটে বুদ্ধি ডুবুরি নামলেও তল পাবে না। তা

এভাবে ভিক্ষা দিয়ে ক জনকে বাঁচাবে? কলসীর জল গড়াতে গড়াতে দুদিন বাদে যখন ফুরিয়ে যাবে তখন যে নিজেকেই ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে করতে হবে। ভিক্ষে দেবে কে ভেবে দেখেছ?

নবীন। আমার যতটুকু সাধ্য।

গুপি। সাধ্য ত কত! সাহারা মরুভূমিতে এক ফোঁটা জল ঢেলে কি লাভ, শুধু অপচয়।

নবীন। যাঁরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে এদেশে এসেছেন প্রথমটা যদি তাঁদের না দেখা হয়।

গুপি। সেই জন্যই বুঝি বড় বড় সেবাকেন্দ্র খুলে হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ করা হচ্ছে?

নবীন। নিশ্চয়ই।

গুপি। হা-হা-হা, একেবারে শিশু হে ছোকরা! এখনও তোমার চোখই ফোটেনি। আসল মতলব হচ্ছে এই জাতটাকে ভিখিরীতে পরিণত করা। আর এদের দোহাই দিয়ে কিছু গেঁড়াবাজী করা। তা বাওয়া, তুমি কি এদের agent? না apprenticeগিরি করছ?

নবীন। কি বলছ?

গুপি। ঠিকই বলছি। যাতে কাউকে ভিক্ষে করতে না হয় সেই দিকে নজর দাও দেখি, একটা কাজের মত কাজ হবে।

নবীন। কিন্তু দেশে কি ভীষণ বেকার সমস্যা।

গুপি। সমাধান কর।

নবীন। গভর্মেণ্টই পারছে না, আমরা ত কোন ছার।

গুপি। ঐ ত। সব দোষ নন্দ ঘোষ। নিজেরা কিছু করবে না।

নবীন। একি যে সে কাজ? একটা জাতীর সমস্যা।

গুপি। হলেই বা, চেষ্টা করে দেখেছ কখন, বলি পাঞ্জাবীরা দাঁড়াল কি করে, জান?

নবীন। না।

গুপি। তা জানবে কেন? জান শুধু গভর্মেণ্টকে গাল দিতে। পাঞ্জাবীরা ভিক্ষে করতে ঘৃণা বোধ করে আর নিজের জাতকে শোষণও করতে চায় না। তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওরা জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। আর আমরা— নিজেদের মধ্যে খেয়ো খেয়ী করে মরছি।

নবীন। সত্য কথা, কিন্তু দেশের রাজশক্তি ব্যতীত বেকার সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

গুপি। সম্পূর্ণ সম্ভব। বাঙ্গালী কি স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিদেশী বর্জ্জন করে স্বাবলম্বী হয়নি? বাংলায় নেই কি?

নবীন। নেই টাকা।

গুপি। মিথ্যে কথা, অবাঙ্গালী ও বিদেশীর ব্যাঙ্কে fixed deposit-এ খাটছে কাদের টাকা? এই বাঙ্গালীর। বাঙ্গালীর অর্থে বাঙ্গালীর পরিচালনায় কি বাংলায় বড় বড় কলকারখানা গড়ে উঠতে পারে না? বাংলায় কি Engineer নেই? না শ্রমিক নেই? না নেই তার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ?

নবীন। ঠিক করে বলত তুমি কে, কি নাম ?

গুপি। আমার কি একটা নাম—চোর, ডাকাত, পাজী, নচ্ছার, কত বলব।

নবীন। তুমি আর আমার কাছে আত্মগোপন করতে পারবে না বন্ধু। তুমি যেই হও আজ থেকে আমার পরম সুহৃদ।

গুপি। ওরে বাপরে! বল কি চাঁদ। তাহলে কি রক্ষে আছে, নির্ঘাৎ পুলিপোলাও।

নবীন। কেন।

গুপি। চোর ডাকাত হলেও বা রক্ষে ছিল কিন্তু তোমাদের ঐ কম্মনষ্টের দলে ঢুকলে—ওরে বাবা।

নবীন। কম্মনষ্ট কি বলছ ?

গুপি। ঐ যে গো যারা রাজারুজী লাট বেলাটের বাড়া ভাতে ছাই দেবার নাম করে চেল্লাচ্ছে, তারা। তা বাবা, এ গরীব সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আমায় নিয়ে টানাটানি কেন বাবা। দোহাই বাবা, ছেড়ে দাও, ঘরের ছেলে ঘরে যাই। আর বন্ধুত্বে কাজ নেই বাবা—

(প্রস্থান)

নবীন। আশ্চর্য্য, এ যেন একটা প্রহেলিকা। মনে হয় কোন দার্শনিক কোন মহান উদ্দেশ্য সাধিতে অবতীর্ণ হয়েছেন এই মথিত বাংলায়। এঁর প্রতিটি কথায় অন্তরালে নিহিত রয়েছে কি জ্ঞানগর্ভ গূঢ় ইঙ্গিত।

২য় দৃশ্য

(মহিমবাবুর অফিস, শ্রমিক প্রতিনিধির সহিত মহিমবাবু কথোপকথন করিতেছেন)

মহিম। না-না-না, পয়সা অত সস্তা নয়। মিলের সমস্ত লোকের মাইনে বাড়াতে গেলে কত লাগবে জানেন ?

শ্রঃ প্র। তাত লাগবেই।

মহিম। পরের টাকা কিনা।

শ্রঃ প্র। অন্য সব কম্পানী ত বাড়িয়েছে।

মহিম। বেশ তাহলে যান সব সেইখানে।

শ্রঃ প্র। মিলের লাভ ত হয়েছে প্রচুর।

মহিম। চোখ টাটিয়েছে ত! বলি লোকসান হলে কি ঘর থেকে এনে ঘাটতি পুরণ করতেন যে লাভের ভাগ নিতে এসেছেন।

শ্রঃ প্র। আমাদেয় ঘরে যদি কিছু থাকতো তাহলে কি এই মাইনেয় চাকরী করতে আসি ?

মহিম। নেই যখন তখন অত কথা কেন, চাকর চাকরের মত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

শ্রঃ প্র। সেই জন্যই ত তারা মনিবের কাছে জানাচ্ছে তাদের অভাব ও অভিযোগ। আপনি মনিব, ভগবান আপনাকে দিয়েছেন, আপনি যদি এই দুর্দ্দিনে না দেখেন, আপনার কর্ম্মচারীরা চালায় কি করে ?

মহিম। তা আমি কি জানি। আমি ব্যবসা করতে বসেছি, দানছত্র খুলিনি।

শ্রঃ প্র। আপনি তাহলে বিবেচনা করবেন না?

মহিম। না-না না। কতবার বলব, বিবেচনা, কে করে বিবেচনা?

শ্রঃ প্র। Chamber of commerce ত cent percent D.A. দিচ্ছে।

মহিম। কিন্তু Govt কি তার কর্ম্মচারীদের এক পয়সাও D. A. বাড়িয়েছেন? কৈ তার বেলা ত কোন কথা নেই, শক্ত ঘানি কিনা? যত সব তম্বী আমাদের উপর।

শ্রঃ প্র। আমাদের তা জানবার প্রয়োজন নেই। আমাদের সম্বন্ধ আমাদের কল ও তার মালিকের সঙ্গে। আমাদের দাবী অত্যন্ত অল্প ও স্বচ্ছ। টাটা কম্পানীর মত সমস্ত সুবিধা আমরা চাইনি।

মহিম। চাইলেই দিচ্ছে কে। যান আপনি, আমার এক কথা। একটা কানা কড়িও বেশী দেব না, যার পোষায় থাকবে, না পোষায় পথ দেখুক। যান বিরক্ত করবেন না।

শ্রঃ প্র। যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে আর একবার আপনাকে ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। আপনার অর্থ, আমাদের শ্রম, উভয়ে মিলেই ত হচ্ছে মিলের লাভ, আপনি যদি পেটভরে খেতে না দেন আমাদের কাজ করবার শক্তি আসবে কোথা হতে, আপনার উৎপাদন কি কমে যাবে না?

মহিম। সে ভাবনা দয়া করে আপনাকে ভাবতে হবে না। অকর্ম্মণ্য হলেই চলবে ছাঁটাই, নতুন লোক ভর্ত্তি হবে। বাংলায় লোকের অভাব! কত M. A., B. A. ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্রঃ প্র। বেশ, তাহলে M. A., B. A দিয়েই চালাবেন আপনার মিল।

মহিম। কি! সম্মান রেখে কথা বলতে জানেন না? কার সঙ্গে কথা বলছেন স্মরণ আছে?

শ্রঃ প্র। আছে, এতক্ষণ আপনাকে অযথা সম্মান দেখান হয়েছে, আপনি সম্মানের পাত্র নন। প্রভু ও ভৃত্য উভয়ের মধ্যে বিরাজ করবে এক মধুর সম্পর্ক। প্রভু পুত্রজ্ঞানে পালন করবেন ভৃত্যদের, আর ভৃত্যরাও প্রভুর শুভাশুভের প্রতি নজর রেখে চলবে। প্রভুর পায়ে যাতে এতটুকু কাঁটা বিঁধতে না পারে তার জন্য তারা বুক পেতে দেবে। কিন্তু যে প্রভু তাঁর কর্ম্মচারীদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাদের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে দিনের পর দিন নির্ম্মম ভাবে শোষণ করতে থাকেন, তাঁকে তারা সম্মান দিতে পারে না। তাঁকে অত্যাচারী দুষমণ শোষক বলেই জ্ঞান করবে।

মহিম। বটে, এতদূর। দরোয়ান (দরোয়ানের প্রবেশ)

দরো। জী হুঁজুর।

শ্রঃ প্র। দরোয়ানের প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই

এই মূহুর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ করে যাচ্ছি। ঐ তালপাতার এতটুকু সাধ্য নেই যে আমার গায়ে হাত দেয়।

মহিম। ভরতসিং! উল্লুখকা মাফিক্ খাড়া হোকে কেয়া দেখতা!

দরো। কেয়া করেগা হুজুর। কৈ কাম ত আবভি নেহি বাৎলায়া। বলিয়ে, কিসকা শির তোড়নে হোগা।

শ্রঃ প্র। মহিমবাবু, এই সব ছাতুখোরদের বসিয়ে বসিয়ে ডালরুটী খাওয়ান কেবল ভস্মে ঘি ঢালা। অথচ যদি একটা বাগ্দী কি চাঁড়াল, কি যে কোন বাঙ্গালী হত, আজ আপনার হুকুমের অপেক্ষা রাখত না।

মহিম। (দরোয়ানের প্রতি) বুরবাক্! লকড়ীকা জগন্নাথ! যাও দেউরিমে যাও।

দরো। জী হুজুর।

(প্রস্থান)

মহিম। বেড়িয়ে যান আপনি। আপনাকে আমি বরখাস্ত করলাম। কাল থেকে মিলের ত্রিসীমানায় মধ্যে প্রবেশ করবেন না।

শ্রঃ প্র। উত্তম, শুধু আমি কেন কাল থেকে কোন কর্ম্মচারাই আপনার মিলের ত্রিসীমানার মধ্যে আসবে না।

(প্রস্থান)

মহিম। ওঃ, বড় তেল হয়েছে। সাধে কি বাঙ্গালীকে কেউ চাকরী দেয় না। ঢোকবার সময় কাকুতি মিনতি কান্নাকাটি,

তারপর দুদিন যেতে না যেতেই অন্য মূর্ত্তি। Union, strike যে ডালে বসে সেই ডালেই কোপ।

(রায়বাহাদুরের প্রবেশ)

রায়। Hallo Mr Bhose. I see you are totally gone এমন fine evnning. Well what's up, কি হয়েছে? You seem excited.

মহিম। আর বলেন কেন। স্পর্দ্ধার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমারই অন্নভুক একজন নগন্য কেরানী সমানে আমার মুখের উপর তর্ক করে গেল। এতটুকু বিনয় নেই, যাচিঞা নেই দস্তুর মত তম্বী!

রায়। Whom you mean! কার কথা বলছেন?

মহিম। ঐ Cloth mill টার একজন কেরানী শ্রমিকদের হয়ে ওকালতি করতে এসেছিল। বলে মাইনে বাড়াতে হবে।

রায়। তারপর।

মহিম। ভাগিয়ে দিলুম।

রায়। কিছু বললে না, হাঁসিমুখে চলে গেল?

মহিম। Strike করবে বলে হুমকী দিয়ে গেল। বেশ আছেন Sir আপনারা। Govt. servant গুলো বেশ শান্তশিষ্ট।

রায়। ঠিক তা নয়। যাদের মাইনে ছাড়া কোন উপরি নেই তাদের ভেতর বেশ একটা অসন্তোষের ভাব দেখা দিয়েছে।

তবে কি জানেন, লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্তরা drastic মানে বেপরোয়া হতে পারে না। তা ছাড়া labour union গুলো হাতে রাখতে পারলে ব্যাস্ কোন ভাবনাই থাকে না—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

মহিম। Union গুলোই ত কাল।

রায়। Eh, you are too simple, শুনুন ;—শ্রমিকের চাঁদায় গড়বে union, স্বার্থ দেখবে মালিকের—স্রেফ deplomacy। আপনার ঐ লোকটাকে কিছু alurement দেখালেই পারতেন সব ঠিক হয়ে যেত। কি জানেন, আমাদের এই native গুলো বড় স্বার্থপর, নিজের পকেটে কিছু এলেই ব্যাস্ অমনি সুর পাল্টাবে।

মহিম। আমার এ লোকটা কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া।

রায়। No No Mr. Bhose, সব সমান, একই দাওয়াই, শুধু Doze এর তফাৎ। রায়বাহাদুরী খেতাব কি আর অমনি মিলেছে! চাই Policy বুঝলেন,—Policy। ওদের ভেতর থেকে ২।৪ জন মাতব্বরকে একটু অনুগ্রহ দেখালেই সব ঠিক হয়ে যায়। ওরাই তখন ভরা নৌকা ডুবি করে।

মহিম। কাল থেকে যদি strike করে। মরশুমের সময় সামনে পূজো।

রায়। খেপেছেন, ওরা করবে strike? কার ঘরে কত ভাত আছে জানতে বাকী নেই। Simple threat—Regular bargain করে গেল। কিছু ভাববেন না, বেশ

indifferent attitude দেখাবেন, চাইকি Reduction করবার একটা chance পেয়ে যাবেন। Well, ভাল কথা যাবেন না Nagarmal বাবুর পার্টিতে ? আমার গাড়ীটা—

মহিম। তাতে কি হয়েছে। আমার Car ত ready, চলুন একসঙ্গেই যাওয়া যাক্। Just hang on a minute।

(মহিমবাবুর প্রস্থান ও কোট পরিধান করিয়া ও চুল বিন্যাশ করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

Yes আসুন am ready।

রায়। Ok.

(উভয়ের প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

(মিলের সম্মুখস্থ পথ রায়বাহাদুর ও মহিমবাবু মিল হইতে বাহির হইয়া)

মহিম। গাড়ীটা আবার ওখানে রাখলে কেন ?

রায়। Matters little, চলুন।

(বাউলের প্রবেশ)

গীত

এখন ও ফোটেনি আঁখি যার
কেমনে বুঝাবো তারে ভাবি আমি আনিবার
যদি কভু ভাগ্যক্রমে খোলে একটু আঁখি
তখুনি তারে ঠুলি দিয়ে রাখা হয় ঢাকি
আসমানেতে বাঁধি ঘর ভাবে আমি কত বড়
পরে মূঢ় আপন ফাঁদে ধরা দেখে অন্ধকার—

৪র্থ দৃশ্য

(রাজপথ গুপি ও নবীন বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে, নবীন অন্যমনস্ক ও ব্যগ্রভাবে যাইতেছে, হাতে একটা বই, গুপি মৃদু ধাক্কা দিল)

গুপি। ঘুমুতে ঘুমুতে পথ চলছ যে হে ছোকরা। কোন প্রেয়সীর ধ্যানে মগ্ন ?

নবীন। Sorry, ও আপনি, আপনাকেই খুঁজছিলাম।

গুপি। কেন ডাকাতের দল খুলবে নাকি ?

নবীন। দল গড়ব তবে ডাকাতের নয়। বাংলার ক্ষুধীতেরা যাতে—

গুপি। তা'ত করবেই। এখন কত দেশভক্ত কত সমাজসেবী কত শ্রমিকদরদী কত চাষীর বন্ধু রাতারাতি গজিয়ে উঠবে তার ঠিক আছে

নবীন। কেন ?

গুপি। Election যে এসে পড়ল শিরে সংক্রান্তি। কিন্তু বড় দেরী করে ফেলেছ হে ছোকরা, একটু আগে থাকতে আসর জমাতে হয়।

নবীন। আর লজ্জা দেবেন না। নিন আমাদের নেতৃত্ব, দিন পথের নির্দ্দেশ...দেখুন সততা আছে কিনা ?

গুপি। তাহলেই হয়েছে, আমি ত একটা গুণ্ডা, সমাজের আবর্জ্জনা।

নবীন। না-না, আপনাকে চিনেছি, দয়া করে আত্মপ্রকাশ করুণ। বলুন আপনার প্রকৃত পরিচয়।

গুপি। পরিচয়, দেবার মত কিছু নেই। আমার পরিচয় শুনলে ঘৃণায় অন্তর ভরে যাবে, কথা বলতে প্রবৃত্তি হবে না।

নবীন। আমি কোন আপত্তিই শুনতে চাই না। বলুন, আপনি বলুন।

গুপি। তবে শোন, কলকাতারই কোন ভদ্রঘরে আমার জন্ম। লেখাপড়াও কিছু শিখেছিলাম, সুযোগ সুবিধা পেলে হয়ত দশের একজন হতেও পারতুম। কিন্তু বিধাতার বোধ হয় তা ইচ্ছা নয়।

নবীন। কেন কি হল ?

গুপি। medical collegeএ যখন 4th yearএ পড়ি তখন আমাদের সংসারে হল বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

নবীন। কি করে ?

গুপি। স্বাধীন দেশের কলুষতা দূর করতে গিয়ে বাবার চাকরী গেল। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল। তারপর একদিন কোথায় যে চলে গেলেন আজও পর্য্যন্ত তার কোন সন্ধানই হল না। জানি না তিনি বেঁচে আছেন কি না।

নবীন। ওঃ, কি নিদারুণ।

গুপি। এতেই ভেঙ্গে পরছ, এই ত সবে সুরু। কলেজ ছেড়ে চাকরীর উমেদারী করতে লাগলুম, মুরুব্বী না থাকলে

যা হয়, কোথাও সুবিধে হল না। সংসার অচল হল তাই দেখে, আমার স্নেহের ভগ্নী টুকু চাকরী নিল, এক তরুণ অফিসারের অধীনে।

নবীন। তারপর।

গুপি। তারপর যা হয়। প্রগতির যুগ, প্রলোভন এড়াতে পারল না, অভাগিনী ডুবে গেল অতল গহ্বরে। সেই পিশাচ তাকে বিয়ে করবে বলে প্রলোভন দেখিয়ে তার অমূল্য সম্পদ লুণ্ঠন করে, সরে পড়ল। লজ্জায়, ক্ষোভে, অভিমানে হতভাগিনী বোন আমার আত্মহত্যা করল।

নবীন। বলেন কি!

গুপি। নিষ্কলঙ্ক বংশে কালিমা, সতীলক্ষ্মী মা আমার সহ্য করতে পারলেম না, তিনিও গেলেন তাঁর মেয়ের পেছু পেছু। সেই দিন থেকেই সুরু হল আমার ভবঘুরে জীবন।

নবীন। আপনার ইতিহাস শুনলে পাষাণও বিগলিত হয়। তবুও ভেবে পাইনা, কেন আপনি এ পথে নামলেন? আপনি শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান, জীবিকার্জ্জনের কি অন্য কোন সৎপথ খুঁজে পেলেন না?

গুপি। জীবিকানির্ব্বাহ! একজন বাঙ্গালীর জীবিকা—এক মুঠা শাক অন্ন—তার জন্য কোনদিনই ভাবিনি!

নবীন। তবে।

গুপি। শোন ভবে। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই বাদশা হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। ছোট বড়

সকলেই লাফিয়ে আকাশের চাঁদ ধরতে গেলেন। ফলে দেশের অবস্থা হয়ে উঠল শোচনীয়। দেশব্যপী দুর্নীতি দেখা দিল।

নবীন। সে কথা সত্য।

গুপি। আমার আত্মীয়, বন্ধু অনেকেই সব বেচে কিনে প্রায় পথের ভিখারী হলেন, কেউ কেউ অভাবের তাড়নায় ন্যায়, নীতি, বংশমর্য্যাদা, সব বিসর্জ্জন দিতে লাগলেন। তাই পারলুম না নিশ্চেষ্ট বসে থাকতে। প্রতিজ্ঞা করলুম, যেমন করে পারি এদের স্বাবলম্বী করে নিজের পায়ে দাঁড় করাব। এদের মরতে দেবো না, নরকের পাঁক ও মাখতে দোবোনা। সেই চেষ্টাই আজ ও পর্য্যন্ত করে যাচ্ছি।

নবীন। এই জঘন্য উপায়ে।

গুপি। হয়ত জঘন্য, কিন্তু উপায় নেই। যে ব্রত আমি অবলম্বন করেছি তাতে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। তাই যাঁর আছে প্রচুর, অনাবশ্যক, তাঁর কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিই।

নবীন। সব সময় কি ভয় দেখিয়ে কাজ হয়? আঘাত হানতে হয় না?

গুপি। না, আজও পর্য্যন্ত আমার হস্ত কলঙ্কিত হয়নি। যেদিন তোমাদেদ আংটী বোতামগুলো নিই সেদিন আমার কাছে কি ছিল জান—একটা Toy revolver। তোমাদের টাকা পয়সাগুলো নিইনি, কারণ জানতুম ওগুলো গেলে তোমাদের সত্যই অসুবিধে হত। কিন্তু এই আংটী বোতাম-

গুলো না হলেও চলে, বিলাসিতা বইত নয়। অথচ এইগুলো দিয়ে একটা লোকের career গড়ে উঠল।

নবীন। কি রকম।

গুপি। সেদিন তোমাদের জিনিষগুলো বেচে পাই ৫১০৲ তাই দিয়ে এক ভদ্রলোককে একটা Machine কিনে দিই তিনি এখন ঘরে বসে টিনের কৌটো তৈরি করে উপায় করছেন রোজ ৪৷৫ টাকা।

নবীন। বটে, তাহলে দেশের ধনী সম্প্রদায়কে দিয়ে সমবায় প্রথায় কতকগুলো কলকারখানা খুললে ত বেকার সমস্যার অনেকখানি সুরাহা হতে পারে।

গুপি। নিশ্চয়ই, সেই চেষ্টাই ত করতে হবে। সমাজে ধনী ও একটা বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে আছেন। তাঁদের বাদ দিয়ে বা ধ্বংশ করে দেশের কোন লাভ হতে পারে না। আজ যদি সমস্ত ধনী তাঁদের সমুদয় অর্থ গুটিয়ে নেন তাহলে শ্রমিক দাঁড়াবে কোথা ?

নবীন। বাঙ্গালী ধনী কিন্তু বড় একটা শিল্প ব্যবসায় অর্থ নিয়োগ করেন না।

গুপি। কারণ ও আছে যথেষ্ট। কতকগুলো স্বার্থপরের প্ররোচনায় কোন কোন অনভিজ্ঞ ধনী ব্যবসায় নেমে ইতিপূর্ব্বেই বহুবার প্রতারিত হয়েছেন।

নবীন। তাহলে কি কোনই আশা নেই। অথচ ধনীর অর্থ না হলে —

গুপি। ধনীকে দিয়েই ধনীদের টানতে হবে। ২।৪ জন বাঙ্গালী ধনীর ভার আমি নিতে পারি।

নবীন। তবে আর বিলম্ব কেন?

গুপি। কলকারখানা খুলতে হলে সবার আগে প্রয়োজন সুযোগ্য Engineer, skilled labour, ও Honest staff.

নবীন। দেশে তার অভাব নেই।

গুপি। সেইটারই অভাব সব চেয়ে বেশী। আমরা জাতীয় সম্পদের চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় করে দেখি, তাই বাঙ্গালীর যৌথ ব্যবসাগুলো উন্নতির মুখে এসে হটাৎ ধ্বংশ হয়ে যায়। Multipurpose Society গুলোর অবস্থা দেখছ না? জনকয়েক সৎ ও কর্ম্মঠ লোক যদি জোগার করতে পার টাকার জন্য ভেবনা। সে ভার নিচ্চি আমি।

নবীন। উত্তম, আসুন তাহলে আমার বাসায়, সেইখানে বসে একটা Scheme ঠিক করা যাক্।

গুপি। বেশ চল।

(প্রস্থানোদ্যত, পাগলের প্রবেশ)

পা। এই পারমিট দেখি।

নবীন। কিসের পারমিট?

পা। রাস্তায় বেড়িয়েছিস্—পারমিট কই?

গুপি। রাস্তায় বেড়্ব তারও পারমিট?

পা। হ্যা, হ্যা, পারমিট চাই, আমার হুকুম। বিয়ে করবি পারমিট, লোক খাওয়াবি পারমিট, বাপমার শ্রাদ্ধ করবি,

যা—আত্মীয় স্বজনের বাড়ী, আন পারমিট। হা-হা-হা। ওরে জুয়া খেলবি পারমিট, মদ খাবি পারমিট, ব্যবসা করবি পারমিট। ভাত খাবি কাপড় পড়বি তাও পারমিট। বুঝলি

গুপি। উঠতে বসতে আষ্টে পিষ্টে এত পারমিট কেন?

পা। শৃঙ্খলা রাখতে হবে না? সব হিসেব রাখতে হবে, কে কোথায় আছে, কে কি করছে, প্রজার খপর রাখতে হবে না?

নবীন। চলুন, চলুন, পাগল।

পা। কি! পাগল বলে উপহাস্যি! মারব এক থাপ্পর। পাগল! ওরে, পাগল অমনি হলেই হল না, পাগল কটা হয়? হা-হা-হা পাগল, পাগল না হলে কেউ পেট ভরে হাঁসতে পারে? মানুষগুলো তো হাঁসে দাঁতই দেখা যায় না। আবার হাঁসে পাগল।

নবীন। আমরা পাগল!

পা আলবৎ, পাগল কে নয়, দুনিয়া শুদ্ধই পাগল। এই দেখনা, কেউ সিনেমা পাগল, কেউ ক্রিকেট পাগল, কেউ টাকার পাগল, কেউ যশঃ পাগল, কেউ যুদ্ধ পাগল। আর তোরা—হৈ হৈ পাগল।

গুপি! তুমি কোন পাগল।

পা। আমি জাত পাগল (গানের সুরে)

"আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা

আমি তাদের পাগল ছেলে আমার মার নাম শ্যামা।"

নবীন। চলুন চলুন পাগলের সঙ্গে পাগ্‌লামী করবার সময় নয়।

পা যা না দেখি কত দৌড়! তোরা আমার বন্দী, আমার রাজ্যে—

নবীন। তুমি রাজা নাকি?

পা। চিনিস্ না, তা চিনবি কি করে? রাজাকে আর কটা লোকে চেনে, কর্ম্মচারীদের দাপটেই অস্থির, তাই তাদেরই চিনিস, তাদেরই খাতির করিস্।

নবীন। তোমার রাজ্যে এত দুঃখ কষ্ট কেন?

পা। তোদের বরাত, নইলে আমি ত তোদের জন্য দিন রাত্তির খাটছি, ঘুমই হয় না ভেবে ভেবে। কিন্তু তোদের পাপে—সব ভণ্ডুল হয়ে যাচ্চে।

গুপি। রাজা মশাই তোমার রাজমুকুট কই, সিংহাসন কোথায়, রাজবেশ?

পা। এই দেখ রাজমুকুট (থলি হইতে কাঁটার মুকুট বাহির করিয়া) সিংহসেন এই দেখ (মাটিতে বসিয়া) রাজবেশ, পরলে কি রক্ষে আছে? কেউ যদি চিনে ফেলে। রাজা হলাম, দশ বছর যদি মনের সুখে রাজভোগই না খেতে পেলুম ত রাজা হয়ে লাভ—হা-হা-হা।

নবীন। রাজা মশায়ের নামটী কি জানতে পারি?

পা। নাম? অকম্মা, ব্রহ্মার নাতির নাতি ন হাজার নশ নিরানব্বই পুরুষের নাতি।

গুপি। তা বাবা অকম্মা! তোমায় ব্রহ্মাত জগৎ সৃষ্টি করেছিল, তুমি কি সৃষ্টি কর।

পা। দুঃখের কথা আর বলিস কেন। কালে কালে সবই যেতে বসেছে, নইলে ব্রহ্মার নাতি হয়ে একটা গুবুরে পোকাও সৃষ্টি করতে পারি না। তবে হ্যা, অতবড় বংশের ছেলে কিছুই কি পারি না। মানুষকে ভেড়া বনাতে পারি, শিয়াল বনাতে পারি, দেখবি? ১ মিনিটে তোকে ছুঁচো করে দোবো।

নবীন। তোমার কোমরে ওঁটা কি!

পা। এটা কলম। আমায় যখন রাজা করে এদেশে পাঠায় না, তখন এইটে দিয়েছে, অন্য কলমে লিখলেই, আমার রাজ্য কেড়ে নেবে।

গুপি। মন্ত্রী সেনাপতি সব কোথায়!

পা। কি হবে একাই একশ। হা হা হা। ওরে! বোকা পেয়েছিস? ও সব ঝঞ্ঝাটে নেই বাবা। সব Lease দিয়েছি, এখন ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাক্ আমার কি, বছর শালিয়ানা পেলেই হল। না দেয়, দোবো লাথি মেরে তাড়িয়ে, নোবো খাস করে।

নবীন। তা রাজামশাই মৃগয়ায় যাওয়া হয় ত, না ও সব পাট কলিকালে উঠে গেছে।

পা। পাগল, কিছু ওঠেনিরে, সব বিলকুল বজায় আছে কেবল রকম ফের। এই দেখনা তখন রামচন্দ্রের আমলে

ছিল চুম্মুখ, আর এখন হয়েছে হাজার হাজার টিকটিকি। তখন মৃগয়ায় গিয়ে শিকার করত, বাঘ ভাল্লুক আর এখন শিকারের লক্ষ্য বস্তু মানুষ।

গুপি। রাজামশাই তলোয়ার কই?

পা। কি হবে?

নবীন। শত্রুদেব কোতল করবে না?

পা। পাগল, আমার আবার শত্রু কে রে, প্রেম দিয়ে সব বস করছি।

নবীন। সবাই যদি প্রেমফাঁদে বাঁধা না পড়ে

পা। তা হলে এই দেখ (ঝোলার ভিতর হইতে বাহির করিয়া) ইন্দ্রের বজ্র বিষ্ণুর চক্র শিবের ত্রিশূল।

গুপি। দাওনা রাজামশাই আমায় একটা অস্ত্র। (হস্ত প্রসারিত করিল)

পা। (গুপির হাত হঠাৎ ধরিয়া) এ কবচ কোথা পেলি, ওরে বেটা! রাজকোষে চুরি! দাঁড়া তোকে কোষাধ্যক্ষ করে দোবো, দেখি, কত চুরি করতে পারিস্।

গুপি। তা দিও, কিন্তু এটা চোরাই মাল নয়, এ আমার বাবা ছোটবেলায় এক সাধুর কাছ থেকে।

পা। তোর বাবা! কি নাম, বাড়ী কোথায়।

গুপি। নাম প্রদ্যোৎ চৌধুরী বাড়ী শ্যামবাজারে।

পা। তোর নাম! ঠিক করে বল।

গুপি। বিদ্যুৎ চৌধুরী।

পা। তোর বাবা বেঁচে আছেন!

গুপি। জানি না।

পা। কেন?

গুপি। কোথায় চলে গেছেন।

পা। (স্বগতঃ) সব মিলে যাচ্ছে (প্রকাশ্যে) তোর মা, বোন।

গুপি। কেউ নেই, বাবা বিবাগী হবার সঙ্গে সঙ্গেই—

পা। তবে তুইই আমার রাজপুত্তুর (আলিঙ্গন)।

গুপি। বাবা।

পা। বিয়ে করেছিস্।

গুপি। না।

পা। বেশ করেছিস্, মুক্ত পাখীর মত মনের সুখে ঘুরে বেড়া, মুক্তপাখীর মত ঘুরে বেড়া (প্রস্থানোদ্যত)।

গুপি। বাবা এতদিন পরে যখন তোমায় ফিরে পেয়েছি আর ত যেতে দোবোনা। এস, ফিরে এস, আবার আমরা পিতাপুত্রে সংসার পেতে বসি।

পা। হা-হা-হা সংসার সংসার! ওরে! সংসার করবার জন্য তোর সৃষ্টি হয় নি। না-না আমায় ধরতে আসছে—বাঁধতে আসছে, পালাই পালাই। (প্রস্থান)

গুপি। বাবা বাবা। (প্রস্থান)

নবীন। কি আশ্চর্য্য! সব যেন ভোজবাজী। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(স্থানঃ—সহরতলীর ১টা পোড়ো বাড়ী, নবীন, সুরেশ ও শক্তি আসীন)

নবীন। আজ তোমাদের এখানে কেন এনেছি জান ?

সুরেশ। কি করে জানব। তোমার কি খেয়ালের অন্ত আছে। বড়লোকের ছেলে, কত বড় Engineer হয়ে, দেশ বিদেশের degree নিয়ে এলে, একটা কিছু করবে, অন্ততঃ বিয়ে।

শক্তি। নিদেন একটা চাকরী, তাওনা, অমন ভাল ভাল Offerগুলো ছেড়ে দিলে।

নবীন। এবার একটা কিছু করবো হে, করবো।

সুরেশ। কি ! বিয়ে, না চাকরী।

নবীন। ছুটোর কোনটাই না। সত্যি ; একটা সুখপর আছে।

সুরেশ। বাঙ্গালীর ছেলে, বিয়ে আর চাকরী ছাড়া আর কি সুখপর থাকতে পারে বন্ধু।

নবীন। এবার ব্যবসা করবো, গোটা কতক কলকারখানা খোলবার চেষ্টায় আছি, যেমন Optic glass, surgical apparatus, জাহাজের দড়ী ইত্যাদি। ওগুলোতে দেশের কত টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে বলত।

সুরেশ। এবার হাঁসালে। কারখানা খুলবে তাও একটা আধটা নয় একেবারে কতগুলো। কত টাকা লাগবে, খেয়াল আছে ?

শক্তি। নেশা করেছ, না, মাথা বিগড়ে গেছে ?

নবীন। না হে না, সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ আছি। টাকার ভার নিয়েছেন আমার এক বন্ধু, গুরুও বলতে পার।

শক্তি। তোমার সে বন্ধুটী কে ! মুল্লকচাঁদ ধূনধরিয়া না সুখলাল মেট।

নবীন। এলেই চিনতে পারবে। তোমাদেরও বিশেষ পরিচিত, তাঁরই পরামর্শে খুলেছি আর্ত্তত্রাণ সমিতি।

(নেপথ্যে পদশব্দ চোখবাঁধা অবস্থায় মহিমবাবুকে লইয়া গুপির প্রবেশ)

নবীন। ইনিই সেই বন্ধু (গুপি মহিমবাবুকে চেয়ারে বসাইয়া বাঁধন খুলিতে লাগিল, শক্তি ও সুরেশ বিময়াবিষ্ট)।

গুপি। সম্মানিত অতিথি ! খাতির কর।

মহিম। জলধর, তোর এই কাজ, আমায় এখানে কেন এনেছিস্ ?

গুপি। এখুনি বুঝতে পারবেন বাবু।

মহিম। চোপরাও বেয়াদব !

গুপি। ভদ্রলোকেদের সামনে আর গালাগালিটা নাই করলেন। দেখছেন কি ? চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না।

মহিম। ওঃ আমারই দেহরক্ষী আমার শত্রু।

গুপি। শুধু আমি নই, আপনার সমস্ত কর্ম্মচারীকে আপনি নিজেই শত্রু করে তুলেছেন। তাদের কোনদিন মানুষ বলে ভেবেছেন কি ? এতদিন মুখবুজে সব সহ্য করেছে কিন্তু আর নয়, সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে।

মহিম। কি ভুলিই করেছি, বাঙ্গালী দেহরক্ষী রেখে, যদি একজন নেপালী, কি পাঞ্জাবী, রাখতুম তাহলে নেমখহারামী করত না।

গুপি। নেমকহারামী করেছেন আপনি নিজে। দেহের রক্ত জল করে, আপনার মিলকে যারা দাঁড় করাল তাদের নিমক কি আপনি হরণ করেন নি ?

মহিম। তাই বুঝি ষড়যন্ত্র করে—

গুপি। ষড়যন্ত্র নয়। আঘাতের প্রতিঘাত দেবার একটা প্রচেষ্টা, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান, নতুন মিল, তাই, তারা স্বেচ্ছায় কম মাইনেয় কাজ করতে চেয়েছিল। আশা ছিল, মিলের অবস্থা ফিরলে, তাদেরও সুদিন আসবে, কিন্তু আপনি তাদের নিরাশ করেছেন, তাদের সকলকে কর্ম্মচ্যুত করে অবাঙ্গালী নিয়োগ করেছেন। বাঙ্গালী ব্যবসাদার শুধু চেনে টাকা তাই শোষিতরা নিজের হাতে তুলে নিয়েছে প্রতিকারের ভার। আজ তারা নানা বেশে, নানা ভাবে, আপনাদের চতুর্দ্দিকে ঘিরে আছে।

মহিম। আমার ঠাকুর চাকর দরোয়ান সবাই কি······

গুপি। হ্যা সবাই, কাউকে বিশ্বাস নেই, কাউকে বিশ্বাস নেই। কারণ বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন আপনি নিজে।

মহিম। চোপরাও সয়তান।

গুপি। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? আপনার রক্তচক্ষু দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠবে আপনার অনুগ্রহপ্রার্থী তাঁবেদার মোসাহেরা। আমরা নই। আমরা আমাদের শ্রমের উপযুক্ত মূল্য চাই, না দিলে, আদায় করে নেব, যেমন করে হক্। আর দাবিয়ে রাখতে পারবেন না, আজ বোবার বোল ফুটেছে, অন্ধের চোখ খুলেছে, অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারের দিন যেতে বসেছে।

নবীন। আপনি MLA দেশের প্রতিনিধী। ক্ষুধিত দেশবাসীর মুখে ছু মুঠো অন্ন দেবার চেষ্টা ত আপনারাই করেবেন তারা আপনাদেরই মুখ চেয়ে বসে আছে। জানেন ত আজ বাঙ্গালীর কি দুর্দ্দিন। সে কোথাও পাত্তা পাচ্ছে না, সবাই তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছে। বাঙ্গালী refugee রা অন্য প্রদেশে গিয়ে কি ব্যবহার পাচ্ছে জানেন কি ? তারা পালিয়ে আসতে পথ পাচ্ছে না। অনেকেই ফিরে যাচ্ছে তাদের পরিত্যক্ত গৃহে, কিন্তু হতভাগ্যরা জানেনা তাদের সে ভিটে আছে কি না ?

গুপি।- ওঁদের লজ্জা নেই, আপনা হতে ওঁদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে না। মহিমবাবু! বার করুন চেক বই, লিখুন ত এক লাক টাকা, আর্ত্তত্রাণ সমিতির সেক্রেটারীর নামে।

মহিম। জোর করে কেড়ে নিবি! দিন দুপুরে রাহাজানী।

গুপি। না ভয় নেই। আপনি আমাদের সমিতির ১ লক্ষ টাকার Share কিনছেন বৈত নয়। Pure investment।

মহিম। এক লাখ।

গুপি। এমন বেশী কি। পারমিটের লেন দেন করে ক লাখ, কামিয়েছেন, না হয় কিছু bad investment ই করলেন। তবে ভয় নেই Company গণেশ ওল্টাবে না।

মহিম। তোদের এই সমিতির Share কেনা আর গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া। একই কথা।

গুপি। বেশ তাহলে দানই করুন। না হয় এবার একটা সৎকাজে কিছু দিলেন। নাম হবে, যশঃ হবে, লোকে বাহবা, দেবে সেইটাই কি কম নাকি?

মহিম। টাকা অত সস্তা নয়।

গুপি। তা জানি, তবে আপনার মুখে ওকথা শোভা পায় না। বেদনা বিবির বাড়ীটায় কত খরচ হল? এখনও বলছি লিখুন মানে মানে, নইলে দাওয়াই ঝাড়তে হবে। (ছোরা বাহির করিয়া) মাত্র ২ মিনিট সময়, বেচে নিন, কোনটা দেবেন—টাকা না পৈতৃক প্রানটা।

মহিম। এ্যা-খু-ন—ক-র-বে?

গুপি। সে আপনার মর্জ্জির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। হাজার হাজার স্বজাতির মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, সে প্রচুর

অর্থ সঞ্চিত করেছেন, তা যদি ভোগ করতে চান ; তাহলে আর এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করবেন না। লিখুন।

মহিম। তা-তা-কিছু কম করে, সত্যি অত টাকা আমার নেই।

গুপি। মহিমবাবু ! বাঘের গুহায় প্রবেশ করেছেন। উদ্ধারের কোন উপায় নেই।

মহিম। (নবীনের প্রতি) দশ হাজার নিয়ে আমায় রেহাই দিন।

নবীন। তা কি হয়, দশ হাজারে কি হবে ?

মহিম। দয়া করুণ।

গুপি। হ্যা-হ্যা-হ্যা। দয়া—দয়া—। মহিমবাবু বেশ ভাল করে ভেবে দেখুন, জীবনে কখনও কাউকে দয়া করেছেন কিনা,। কি আশ্চর্য্য আজ আপনি প্রার্থী, আর আপনার ভৃত্য হচ্ছে দাতা। চাকা ঘুরেছে, কেন জানেন ? আপনাদের কর্ম্মফল। নিন লিখুন, বৃথা চেষ্টা, লিখুন (মহিমবাবু চেক লিখিয়া দিলেন)

মহিম। এইবার তাহলে আমার পৌছাবার ব্যবস্থা।

গুপি। তাকি হয়। আপনি হলেন সমিতির প্রথম ও পয়লা নম্বরের patron, Secy বাবুর সঙ্গে কাজ কর্ম্মের কথা বার্ত্তা করুন।

মহিম। না, আমার অনেক কাজ।

গুপি। অত বোকা আমরা নই মহিমবাবু। আজ রাতটা থাকুন, কাল চেক জমা দিই, সমিতির account এ উঠুক, তারপর। কি ভাবছেন? বেদানাবিবির ওখানে যাওয়া হলনা বলে মনট বুঝি খারাপ হয়ে গেল,।

মহিম। (স্বগতঃ) Scoundrel।

গুপি। ভাল কথা, আপনার ব্লকটার জন্য একখানা Manager মশাইকে চিঠি লিখে দিন ত। ওটা দরকার, আপনার এই বদান্যতার কথা কাগজে তুলবো কি না?

(মহিমবাবু চিঠি লিখিয়া দিলেন, গুপি পড়িল)

গুপি। লজ্জা বা ভয় করবেন না। নিন, মনটা চাঙ্গা করে নিন (টেবিলের উপর একটী মদের বোতল স্থাপন) অনেক কষ্টে চন্দননগর থেকে, আপনার জন্য এনেছি। আচ্ছা নমস্কার।

(প্রস্থান)

শক্তি। উঠুন মহিমবাবু, অফিস থেকেই বোধ হয় আসছেন, একটু জলযোগ।

মহিম। আবার জলযোগ, যথেষ্টই ত হল।

২য় দৃশ্য

(রাজপথ, কয়েকজন নাগরীক আর্ত্তত্রাণ সমিতির বাড়ী খুঁজিতেছে)

১ম। এডা ত দেহি ৩৪, এডা ৪২, এডা আটাইস, তাইত ৩৬নং ডা গেল কনে?

২য়। ও মশাই! আপনি ও কি৩৬নং বাড়ী খুঁজছেন?

১ম। হ, আপনিও আইসেন, তা ব্যাপারডা কি কহেন ত, রাতারাতি এমন কল্পতরু হইয়া বসল কেডা?

২য়। কে জানে মশাই, শুনচি ত চাকরী দিচ্ছে।

তৃয়। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ?

৪র্থ। ঠিকে বিয়ের খোঁজ?

৫ম। ও মশাই, সস্তায় বাসা খুঁজে দিচ্ছে কি বলতে পারেন?

৬ষ্ঠ। হ্যা, হ্যা, সব দিচ্ছে, মায় অর্দ্ধেক রাজত্ব ও একটা রাজকন্যা। যত সব হয়েছে হুজুগ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল গেঁড়াবাজীর মতলব।

১ম। বাজে লয় মশয়, বাজে লয়। শুনতাসি ডালমিয়া সাহেবের সাথে পাল্লা দিবার লগে, বিড়লা কোম্পানী খুলছে এই প্রতিষ্ঠান। তা আপনারা আইসেন কেন? এডা ত আমাগোর র‍্যাফিউজীগোর লগে!

৩য়। হ, সব তোমাগোর লইগ্যা নয়? যত সব এসে জুটছে। কলকাতা সহরটা E. B ও T. B তে ছেয়ে গেল।

২য়। যা বলেছেন মশাই, ভাগাড়ে কিছু পড়লে আর রক্ষে আছে, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি। যত রাজ্যের ভিখিরী এসে, দেশটাকে একেবারে রসাতলে দিলে। চাকরী বাকরী ত একটাও পাবার যো নেই, সব জায়গাই refugee.

৪র্থ। ট্রাম বাসে ত ওঠবার যো নেই।

১ম। মশয়, আমাগোর ইষ্টবেঙ্গল লোকগুলারে গালি দিবার লইসেন ?

(কতিপয় refugeer প্রবেশ)

১ম। রিফি। মশয়, এইডাই কি আইর্ত-ত্রাণ সমিতির—

২য়। নিন, পঙ্গপালের আবির্ভাব। চলুন চলুন, সুবিধে হবে না।

৩য়। কেন ভয় নাকি ? আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে খাবে, আর আমরা সব মুখ বুজে সহ্য করব, না ?

১ম। কেবল। তুমি ঁও আইস, (নিম্নস্বরে) দেহ, হালার ঘটী, আমাগোরে গাইল দিসে, শকুন কইসে, বিকারী কইসে।

১ম। রিফি। মশয়, গাইল দিসেন্ ক্যান ? আমাগোরে বিকারী কইবন না। জানেন ছ্যাশে ফ্যাইলা আইসি ছুই শ বিঘা ধানী জমি, কঠা, বাগান, পুষ্করিনী। ৫০০ নারিকেল, হাজার সুপারী গাছ। কি ফলনডাই না হত।

২য়। হ্যা, হ্যা, আপনারা সবাই জমিদার, রাজা মহারাজা

৩য়। যা বলেছেন, ওদের দেশে প্রজা কেউ নেই। তা অত সুখ ছেড়ে মরতে এ দেশে আমাদের জ্বালাতে এলে কেন ?

১ম। রিফি। আসুম না! আমরা কংগ্রেসী করসী, জ্যাল খাটসী, স্বাধীনতা আনসি। আমাগোর ছ্যাশবন্ধু, সেন-গুপ্ত ত ছ্যাশের লগে জীবন-ডাই দিল। আমরা পাকিস্থানে প্রজা হইয়া থামু না ?

২য়। বাঙ্গালটা বলে কি মশাই! ওঁরা এনেছেন স্বাধীনতা?

২য়। রিফি। আনসি না? তোমরা আনস? তোমাগোর কথা আর কইও না। মুসলমানদের মাইরা খেদাই দিসি কিনা, তাই তোমাগোর হইসে ফুটানি।

৩য়। (উচ্চ হাস্য) Riotএর সময় ছিলে কোথা চাঁদ?

২য়। বুড়ীগঙ্গার পাড়ে,

১ম। রিফি। চুপদাও, তোমাগোর ক্ষমতা ত দেখসি, তাই ইষ্টব্যাঙ্গল কেলাবরে হারাইতে পারস না।

(Refugee গণ হাসিয়া উঠিল)

৩য়। ওঃ, একেবারে Clive street যে, তবু যদি সব Player বাঙ্গাল হত।

১ম। বাঙ্গাল বাঙ্গাল কইবন না মশয় কইয়া দিসি।

১ম। রিফি। গাইল দিবন না।

২য়। না, গাল দেবেনা। পূজো করবে।

৩য়। রসগোল্লা খাওয়াবে।

রিফিজীগণ। তবে রে ঘটী (আস্তেন গুটাইল)

২য় তৃতীয় ৪র্থ। তবে রে বাঙ্গাল (আস্তেন গুটাইয়া)

৬ষ্ঠ। গতিক সুবিধের নয়। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

(৫ম ও ৬ষ্ঠর প্রস্থান, অপর দিক হইতে শক্তির প্রবেশ)

শক্তি। একি! কি হয়েছে! আপনারা রাস্তার উপর মারামারি করছেন?

রিফিউজীগণ। হালার ঘটীর মাথা না ফাটাইয়া ছাড়সি না।

পশ্চিমবঙ্গবাসী। শালার বাঙ্গালের আজ শ্রাদ্ধ না করে জলগ্রহন করছি না। মার মার—

(শক্তি উভয়দলের মধ্যে দাঁড়াইয়া, বাধা দিতে লাগিল)

শক্তি। ছিঃ আপনারা সকলেই বাঙ্গালী, ভায়ে ভায়ে মারামারি করতে লজ্জা করে না ?

১ম। বাই! হালার ঘটীরে কইবে বাই, কইবে, হালা হ স্মন্ধী।

৩য়। শুনলেন ত মশাই, তেলে জলে মিশ খায় না, যান, যান, নিজের চরকায় তেল দিন গে।

শক্তি। না, না, আজ আর ও কথা শোভা পায় না। মিশ খাওয়াতেই হবে, নইলে আমরা সকলেই তলিয়ে যাব অতল তলে, লুপ্ত হয়ে যাবে, চিরতরে আমাদের এই বাঙ্গালী জাতটা। আপনাদের স্বর্ন ভাণ্ডার যে লুণ্ঠিত হচ্ছে, আপনাদের ন্যায্য দাবী থেকে যে আপনারা বঞ্চিত হচ্ছেন, সে দিকে আপনাদের এতটুকু দৃষ্টি নেই, ঈর্ষ্যার বসবর্ত্তী হয়ে আপনারা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আত্ম কলহে মত্ত আছেন। আপনারা কি জানেন, কতকগুলো দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তি, নীচ স্বার্থের জন্য পরম হিতৈষীর বেশে এসে, ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে, বাঙ্গালির ঐক্যের পথে সৃজন করছে, এক বিরাট ব্যবধান। আজ যদি মেদনীপুর ২৪ পরগনা ও হুগলীর সঙ্গে

ঢাকা চট্টগ্রাম ও বরিশালের মিলন হ'ত, তাহলে আজ বাঙ্গালীর ন্যায্য দাবী দলিত মথিত হোত না।

কেবল। মিলন হইব না ক্যান?

শক্তি। তাই করুন, ভুলে যান আপনাদের ক্ষুদ্র ভেদাভেদ, বিবাহপ্রথা প্রচলন করে সম্বন্ধ মধুর করে তুলুন। পশ্চিমবঙ্গকে মা বলে ডাকুন, এদেশবাসীদের ভাই বলে আলিঙ্গন করুন। (পশ্চিমবঙ্গবাসীদের প্রতি) আর আপনারা, সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে আপনাদের নবাগত ভাইদের পাশে এসে দাঁড়ান, অনাহারক্লিষ্ট ভাইবোনদের বাঁচাবার জন্য মুখের গ্রাস তুলে দিন। এঁরা আপনাদের আপদ নন, জঞ্জাল নন, এঁরা আপনাদের পরম সম্পদ। একবার যদি আপনারা অন্তরের সঙ্গে মিলতে পারেন, তখন দেখবেন, বাঙ্গালীর তেজ, বাঙ্গালীর শক্তি। আপনাদের সেই মিলিত শক্তি দিয়ে গড়ে তুলুন নতুন সমাজ নতুন দেশ, নতুন আদর্শ। (উভয় দলের প্রতি) বলুন বলুন আপনারা, এখনও কি আপনাদের ভুল ভাঙ্গেনি? এখনও কি আপনারা আত্মঘাতী গৃহবিবাদে মত্ত থাকবেন?

সকলে। না, না, না।

শক্তি। উত্তম, মনে রাখবেন আজ হ'তে আমরা ঘটী নই, বাঙ্গাল নই, সবাই বাঙ্গালী—এক জাত, এক ধর্ম্ম, এক লক্ষ্য।

৩য় দৃশ্য

(রায়বাহাদুরের বৈঠকখানারায়বাহাদুর ও তারিণীবাবু চা পান করিতেছেন)

তারিণী। আজ আপনাকে যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে।

রায়। না অসুস্থ নয়, Not in mood. তারিণীবাবু! সংসারে সুখ নেই।

তারিণী। সে কি! আপনাদের ত সুখের সংসার। অভাব কি ভগবানের কৃপায় তো একদিনের জন্যও বুঝতে হয়নি।

রায়। What with that. তাতে কি হয়েছে। টাকা থাকলেই কি সুখ হয়? সাবেক দিনই ভাল ছিল যখন মেয়েরা স্বামীর কোন কাজে interfere ক'রত না।

তারিণী। সে কি; আপনার ত আবার Love marriage তবুও।

রায়। Frankly speaking am browned off totally disgusted.

তারিণী। হ'ল কি?

রায়। একটা stupid একখানা চিঠি লিখেছে full of threat তাই উনি চান চাকুরী ছেড়ে দিয়ে প্রাণটা বাঁচাই।

তারিণী। তাই নাকি, ব্যপার কি খুলে বলুন ত।

রায়। এই নিন পড়ুন চিঠিখানা (পত্র প্রদান)।

তারিণী। (পত্র খুলিয়া) একি। এ যে রক্ত দিয়ে লেখা।

রায়। Just go though it. পড়েই দেখুন।

তারিণী। (পাঠান্তে) কি সর্ব্বনাশ, দেশটা হ'ল কি। কথায় কথায় ছোরা, ছুরি, গোলা গুলি। তা আপনি একটু সাবধানে থাকবেন, বলা ত যায় না কখন কে কি করে বসে।

রায়। অত সোজা নয়। Things are not so easy.

তারিণী। না না ওরা সব পারে। জানে অনাহারে মরতেই হবে দুদিন আগে অথবা দুদিন পরে, তাই ওরা বেপরোওয়া হয়ে উঠেছে।

রায়। ওদের ভয় করতে গেলে আর পুলিসে চাকরী করা চলে না। ওরা চায় আমরা যেন নতুন করে কোন অবাঙ্গালী নিয়োগ না করি। আব্দারটা দেখেছেন।

তারিণী। তা ওদের আব্দারটা খুব অন্যায় বলতে পারি না। অন্য প্রদেশের মত আমরাও যদি Bengal for Bengalees করতে পারতুম, তাহলে বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়ে যেত। Refugee Problemও এত acute হ'ত না।

রায়। What a pity ; আপনি না কংগ্রেস কর্ম্মী? Is it not Provincialism ?

তারিণী। এর নাম প্রাদেশিকতা নয় রায়বাহাদুর। নিজের অস্তিত্ব বজায় থাকলে, তবে ত দেখাবে সে তার আদর্শ, উদারতা ও মহানুভবতা। নিজের মাকে অভুক্ত রেখে, বিশ্বমাতার সেবা করার নাম, আর যাই হ'ক্ মাতৃভক্তি নয় নিশ্চয়ই। সহোদর ভাইকে পরিত্যাগ করে, প্রতিবেশীকে ভাই বলে আলিঙ্গন করা, যেমন ভাতৃপ্রেম নয়, তেমনি বাঙ্গালী হয়ে

বাঙ্গালীকে উপেক্ষা করে অবাঙ্গালীর প্রতি অহেতুকি দরদ দেখানর নাম জাতীয়তা নয়। আমরা অন্য প্রদেশবাসীকে হিংসা করি না, তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে চাই না, কিন্তু নিজের জাতভাইকে বাঁচাবার চেষ্টা করব সবার আগে। এর নাম যদি প্রাদেশিকতা হয় তাহলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে আমি প্রাদেশিকতা অনুমোদন করি।

রায়। But what is in practice ?

তারিণী। সেটা আমাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের দোষ ও দুর্ব্বলতা। ইংরেজ আমলে যেমন আমাদের Boss অর্থাৎ সাহেবদের প্রীতি উৎপাদন করতে পারলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করতাম, বর্ত্তমানেও ঠিক তেমনি একই মনোভাব নিয়ে খোসামোদ করে যাচ্ছি। আমাদের অনেকেরই মধ্যে আজও তাই দাস সুলভ মনোবৃত্তি বিরাজ করছে।

(ভৃত্য আসিয়া ২ খানি সংবাদপত্র টেবিলের উপর রাখিয়া গেল উভয়েই একখানি করিয়া তুলিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন)

রায়। OH My Joe একি! what a surprise! দেখুন! দেখুন! আমাদের মহিমবাবুর কাণ্ড। একেবারে Somersault. রাতারাতি বাঙ্গালী ডালমিয়া! এই যে Editorialএও অনেকখানি লিখেছে, পুরো এক কলম।

তারিণী। এটাতে আবার ফটো পর্য্যন্ত দিয়েছে!

রায়। পড়ুন ত, বাংলা কাগজে কি লিখেছে।

তারিণী। তা বেশ। শুনুন Editorialটাই পড়ি।—

"বাঙ্গালী চিরদিনই ছিল উদার, অকৃপণ ও মুক্তহস্ত, ইংরেজ শাসনের ফলে, সে তার আদর্শ হারিয়ে, হয়ে পড়েছিল স্বার্থান্ধ, ভোগী ও বিলাসী। জাতির এই মহাদুর্দ্দিনে, আবার সে ফিরিয়ে আনছে তার মহান অতীত ও ঐতিহ্য। বাংলার বেকার সমস্যার সমাধান কল্লে, জাতীর পথ প্রদর্শক প্রজা-বৎসল জমিদার আইন সভার সুযোগ্য সভ্য শ্রীমহিম চন্দ্র বসু মহাশয়, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। ক্ষুধিত বাঙ্গালী বেকারদের কর্ম্মসংস্থান উদ্দেশে খুলেছেন আর্ত্তত্রাণ সমিতি। এই সমিতি যৌথভাবে বাঙ্গালীর মূলধনে বাঙ্গালীর পরিচালনায় বাংলায় কয়েকটী কারখানা খুলিবার উদ্যোগ করেছেন। কারখানার নিজস্ব জমি খরিদের জন্য ইনি এককালীন এক লক্ষ টাকা দান করিয়া বাঙ্গালী ধনকুবেরদের পথ প্রদর্শক হয়েছেন"।

(মহিমবাবুর প্রবেশ)

আসুন আসুন মহিমবাবু—ধন্য আপনি।

রায়। Congratulation (করমর্দ্দন) Have your seat please.

তারিণী। এত বড় একটা কাজের মত কাজ করলেন অথচ আমরা একটু আভাষও পাইনি। আপনিই হলেন প্রকৃত নীরব কর্ম্মী।

রায়। But I can't take it so lightly. Excuse me Mr. Bhose I know you, আমি আপনাকে চিনি, and

I know the secret of your fortune, ব্যাপার কি খুলে বলুন। I am your friend I must help you.

(রায়বাহাদুরের ছেলে খোকনের প্রবেশ)

খোকন। বাপি, (মহিমবাবুকে দেখিয়া), জেটু, তুমি বুঝি গরীবদের অনেক টাকা দান করেছ? যুগান্তরে তোমার ছবি দিয়েছে। মামণি বল্লে আমি বড় হয়ে যেন তোমার মত মানুষ হতে পারি।

তারিণী। কেন তোমার বাবার মত।

খোকন। না, বাপি ভারী দুষ্টু একটুও বাড়ীতে থাকে না, দিন রাত্তির কেবল মটরে করে ঘুরে বেড়ায়। কি সব খায় মামণি কত বকে কত কাঁদে, আবার ভিখিরী এলে দারোয়ান লেলিয়ে দেয়।

তারিণী। তোমার বাবার কত খাতির লোকে কত ভয় খায়।

খোকন। ছাই, তাই বুঝি ভয় দেখিয়ে চিঠি দেয়। ভয় খাওয়া বুঝি ভাল। মামণি বলে যাকে সবাই ভালবাসে সেই সত্যিকারের বড়।

তারিণী। রায়বাহাদুর! ঘরে বাইরে লেগেছে কালের হাওয়া। এর গতিরোধ করা অসম্ভব। মহিমবাবু! সত্যই আপনি বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও কূট ব্যবসায়ী, তাই কাল বুঝে চলতে জানেন।

মহিম। তার অর্থ, কি বলছেন?

তারিণী। ঠিকই বলছি। সামনে Election ভোট বৈতরণী পার হতে হবে ত। এদিকে সম্বল আপনাদের এমন কিছু নেই যা ভাঙ্গিয়ে চালাবেন আপনাদের Canvasing.

রায়। Yes, Yes, you are perfectly right.

তারিণী। দেখছেন না, আমাদের দলের যত হোমরা ছোমরা ইতিমধ্যেই সরে পড়েছেন। এখন তাঁদের কাজ হচ্ছে গভর্ণমেণ্টকে বেপরোয়া গালাগালি করা।

মহিম। আমি কিন্তু—

তারিণী। এর মধ্যে আর কিন্তু নেই, জাতীর দুঃখে যাঁর হৃদয় বিগলিত হয়, জনকল্যাণ কাজে যিনি আত্মনিয়োগ করেন তাঁর চোখে মুখে খেলে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ, স্বর্গীয় শোভা। কোথায় আপনার সেই দ্যুতি? বরং আপনাকে দেখলে মনে হয়.........

রায়। Yes, he looks melancholy.

মহিম। আপনারা ভুল করছেন। দান আমি করিনি; কিছু শেয়ার কিনেছি মাত্র। এর মধ্যে কোন মতলব বা দুরভিসন্ধি নেই।

রায়। Is it so? তাই নাকি?

মহিম। হ্যাঁ তাই। দেশের যুবকসম্প্রদায় অধিকাংশই বেকার। তাদের সেই শক্তির যাতে অপচয় না হয় তারই জন্য একটা—

তারিণী। বেশ, বেশ, সাধু সাধু।

রায়। Beautiful.

মহিম। আমার অতীত কার্য্যাবলীর জন্য বিদ্রূপ ও উপহাস করতে পারেন। কিন্তু জানবেন মানুষই করে ভুল আর সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে সে নিজেই। পরিবর্ত্তন মানুষেরই হয়। কখন যে কোন শুভমুহূর্ত্তে কোন তুচ্ছ ঘটনার অঙ্গুলিপ্রহত হয়ে তার হৃদয় বীণা বেজে ওঠে তা কে বলতে পারে? কে জানত যে মতিলালের জীবনে চিত্তরঞ্জনের জীবনে আসবে এমন অভাবনীয় পরিবর্ত্তন।

(নবীনেব প্রবেশ)

নবীন। নমস্কার মহিমবাবু, আপনার কাছেই এসেছি। আজ প্রকাশ্য সভায় আপনাকে একটা অভিনন্দন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাই—

মহিম। না না যুবক, সর্ব্বনাশ ডেকে এনো না।

নবীন। তার মানে?

মহিম। তোমাদের এই জয়স্তুতি, ফুলের মালা, ভক্তিঅর্ঘ্য দেশের কি সর্ব্বনাশ করেছে তা জান? অগ্নিযুগের কত আদর্শ নেতা আজ পথভ্রষ্ট, সে শুধু তোমাদের ঐ অভিনন্দের জন্যই। জনসাধারণ তাঁদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করেছিল, তাই তাঁরা মর্ত্তে আর নেমে এলেন না। স্বর্গেই থেকে গেলেন, স্বর্গের সুধাপানে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন।

(স্বগতঃ)

নবীন। আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

মহিম। শুনুন তারিণীবাবু, শুনুন রায়বাহাদুর, আজ আপনারাই এখানে উন্মিলিত করলেন আমার জ্ঞান চক্ষু। খোকন। তোমার মাকে জানিও আমার শ্রদ্ধা। আর আশীর্ব্বাদ করি, যেন তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তুমি শুধু মানুষ হবেনা বাবা, তুমি হবে বাংলার তিলক, ভবিষ্যৎ কর্ণধার।

রায়। What a change indeed.

মহিম। ফেরান, এখন ও ফেরান আপনার ঐ কূট দৃষ্টি-ভঙ্গি। ভুলে যান অতীত। নিজেদের সভ্যতা কৃষ্টি ফিরিয়ে আনুন। এখনও সময় আছে, নইলে যে ঝড় উঠেছে তাতে বয়ে যাবে মহাপ্রলয় দেশের উপর দিয়ে, ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে দেশদ্রোহি সমাজদ্রোহিদের সকল আশা, সকল আকাঙ্খা। তারিণীবাবু। একটা কথার উত্তর দেবেন ?

তারিণী। বলুন।

মহিম। দেশ বড় না পার্টী বড় ?

তারিণী। দেশ, তবে দেশের জন্যই পার্টীর দরকার

মহিম। বেশ, তাহলে বাংলা আপনার দেশ। আপনার দেশকে জাগ্রত করা, নিশ্চিত ধ্বংশের মুখ থেকে রক্ষা করা ; আপনার পার্টীর লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে কি দেখছি ? মাঝে মাঝে মনে হয় এ দেশটা বাঙ্গালীর নয়। চাকুরী ব্যবসা প্রভৃতি প্রতিটী ক্ষেত্র হ'তে বাঙ্গালী আজ বিতারীত। জাত ব্যবসাগুলো পর্যন্ত যেতে বসেছে। বাঙ্গালী গয়লা নেই, বাঙ্গালী মুচি নেই, বাঙ্গালী নাপিত নেই, মায় বাঙ্গালী ভিখারী

পর্য্যন্ত লোপ পেতে বসেছে। তাদের স্থান দখল করেছে যত অবাঙ্গালী

তারিণী। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী যদি পিছিয়ে পড়ে, তারা যদি অলস অকর্ম্মণ্য হয়, সে দোষ কি অবাঙ্গালীর ?

মহিম। না দোষ আমাদেরই। আমাদের শিক্ষা, আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদিগকে পঙ্গু করেছে। এখনত স্বাধীন দেশ, দাসসুলভ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে, আসুন আবার আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি, দেখি এ জীবন্মৃত জাত-টাকে বাঁচাতে পারি কি না ?

তারিণী। আমি ত এরই জন্য এতদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করছি বন্ধু। জানি চলতিস্রোত বদলাবেই, ধ্বংশের মুখে এসে বাঙ্গালী আবার ফিরে দাঁড়াবে। আবার তার অতীত গৌরবকে সে ফিরিয়ে আনবে, ধূলিসাৎ হতে দেবে না।

রায়। মহিমবাবুর লাখটাকাতেই কি সোনার বাংলা ফিরে আসবে ?

তারিণী। Rome was not built in a day. আজ এক মহিম বাবুর ঘুম ভেঙ্গেছে, দেখতে দেখতে হাজার হাজার মহিম বাবু জেগে উঠবেন। কি জানেন রায়বাহাদুর ! বাঙ্গালী জাতটা অদ্ভুত, তারা যখন ঘুমোয় তখন কুম্ভকর্ণ, কিন্তু একবার কোন রকমে সে ঘুম ভাঙ্গলে আর রক্ষে নেই, সে তখন সিংহ-বিক্রমে গর্জ্জে ওঠে।

রায়। What the Royal Bengal will do then ?

সিংহ তখন কি করবেন ?

তারিণী। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করতে একদিন সে মৃত্যুপণ করে সংগ্রাম করেছিল। তার আত্মদানে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সারা ভারত এসে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। তাদের মিলিতশক্তির নিকট দুদ্ধর্ষ ইংরেজকেও মাথা নত করতে হয়েছিল। আজ আবার সে সুরু করবে এমন এক আন্দোলন যার ফলে সারা ভারতের আকাশ বাতাশ কেঁপে উঠবে। প্রতিষ্ঠা হবে নবভারতের সূচনা।

মহিম। রায়বাহাদুর! মনে রাখবেন আপনি ব্যক্তি বিশেষের ভৃত্য নন, এই বাংলার প্রতিটী ব্যক্তিই আপনার মনিব। তাদের সেবা করুন। বাংলার ও বাঙ্গালীর স্বার্থের প্রতিকূলে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা যেই হউন না কেন, তাঁরা দেশদ্রোহী, জাতীদ্রোহী, তাঁদের বিচার হবেই। সে দিনের আর দেরী নেই। চল যুবক, এইবার তোমাদের কাগজপত্রগুলো দেখে একটা গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা যাক্। আসুন তারিণীবাবু, এস যুবক।

(নবীন, মহিম, তারিণীর প্রস্থান)

রায়। বাংলার আকাশ ক্রমেই মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে।

খোকন। বাপি—

রায়। খোকন! তবে তাই হোক। আমিই বা কেন পেছিয়ে থাকি।

খোকন। কি বাপি—

রায়। খোকন, (পুত্রকে জড়াইয়া) আজ হতে আমি আর রায়বাহাদুর নই, বুঝলে। আজ হতে আমি বাঙ্গালী। বাবা, বল ত তোমার সেই শ্লোকটা শুনতে শুনতে ভেতরে যাই।

খোকন। বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাতৃ আমার,
আমার দেশ,
কেন মা তো'র শুষ্ক নয়ন, কেন মা তোর
রুক্ষ কেশ"।

(রায়বাহাদুর পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া, ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে লাগলেন, মুখে তাঁর ফুটে উঠল নবীন উচ্ছ্বাস)

৪র্থ দৃশ্য

মিলের বাঁশী বাজিতেছে, কর্ম্মচারীগণ গান গাহিতে গাহিতে মিলে যাইতেছে

গীত

চল চল চল ডাকছে মোদের কল,
জোগায় মোদের ভাত কাপড় মোদের বুকের বল।
নেইকো সেথা সাহেব সুবো সবাই দাদা ভাই,
মনের সুখে মিলে মিশে কাজ করি যে তাই।
গড়ব কত দেশী জিনিষ করবো জাতীর মুখোজ্জ্বল
দেশের পয়সা বাঁচবে কত বাড়বে যে সম্বল।

৫ম দৃশ্য

(আর্ত্তত্রাণ সমিতির অফিস। নবীন, শক্তি, সুরেশ, মহিম, তারিণী, অসীম, মহিমবাবু খাতা পত্র দেখিতেছেন)

মহিম। কম্পানীর লাভ ত বেশ ভালই হয়েছে।

শক্তি। হবেনা কেন এরা প্রাণ দিয়ে খাটছে।

সুরেশ। কামাই তাদের নেই বললেই হয়।

নবীন। কারখানাটাকে ওরা নিজের মনে করে। কেউ এতটুকু ফাঁকি দেয় না।

মহিম। বাৎসরিক সভায় এবার কতকগুলো আইন কানুন তৈরি করে নিতে হবে।

নবীন। আমি একটা খসড়া করেছি দেখবেন।

মহিম। (পাঠান্তে) মন্দ নয়, তবে preferential share এর Dividend টা কিছু বেশী ধরা হয়েছে, 6%--

তারিণী। তা হোক, অন্যায় হয়নি। শ্রমিক ও ধনী উভয়েরই প্রতি সুবিচার করতে হবে, তবেই ত শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে গড়ে উঠবে একটা পারস্পরীক মিলন। লেহ্য return না পেলে ধনী শিল্প ব্যবসায় অর্থ নিয়োগ করবেন কেন? আমাদের লক্ষ্য শোষণহীন সমাজ। অতএব এক শোষণের হাত হতে উদ্ধার পেতে গিয়ে যেন আর এক শোষণে লিপ্ত না হই।

মহিম। কর্ম্মচারীদের সন্তানরা যাতে বিনা বেতনে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে, তার জন্য একটা ফাণ্ড খোলার প্রয়োজন…

শক্তি। উত্তম প্রস্তাব। সামর্থ্যের অভাবে দেশে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র মূর্খ হয়ে থাকছে। আর ধনীর গোবরগণেশ ছেলেদের পিছনে অজস্র অর্থ ব্যয় করে কোন রকমে ২।৪টে degree সংগ্রহ করাতে পারলেই দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এতে কি দেশের ক্ষতি হচ্ছেনা ?

নবীন। আমাদের এই সমিতির কার্য্যকলাপ শুধু এই কারখানাতেই সীমাবদ্ধ থাকবেনা! ক্রমশঃ আমরা প্রাত জিলায় প্রতি গ্রামে খুলব শাখা প্রশাখা। শিল্প, ব্যবসা, কৃষি শিক্ষা, সকলদিক্ হতেই দেশকে ও জাতিকে সমৃদ্ধ করে তুলবো। আমাদের সভ্যগণ নিজ নিজ ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে দুর্নীতি দমনের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করবে। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে।

সুরেশ। দেশে বহু জমি এখনও পতিত আছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু ধ্বংশপ্রাপ্ত গ্রাম এখনও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। সে গুলির সংস্কার করতে পারলে ও চাষাদের সুবিধার জন্য ছোট ছোট খাল বা কূয়া খনন করলে আবার বাংলা স্বর্ণপ্রসূ হয়ে উঠবে।

মহিম। আমাদের সমিতির নাম সার্থক করতে হলে ও সব কিছুই করার প্রয়োজন। কিন্তু ধীরে ধীরে, একসঙ্গে সকল দিক সামলান সম্ভব হবে না। ছোট এটা গ্রামকে যদি

আমরা গড়ে তুলতে পারি, তখন আমাদের দেখাদেখি অনেকেই এগিয়ে আসবে।

শক্তি। আমাদের কর্ম্মচারীগণ তাদের কলোনীতে এবার কি রকম তরি তরকারী ফলিয়েছে দেখলে সত্যই আশার সঞ্চয় হয়।

সুরেশ। গরুও প্রায় অনেকেই পুষেছে, মেয়েরাই করে গোসেবা। দুধের অভাব ওদের নেই।

তারিণী। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা যদি ঝুটো আভিজাত্য বর্জ্জন করে স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করি তাহলে খাদ্যের জন্য দেশকে ভাবতে হয় না। কাঁচা মালের জন্য আমাদের দেশ চিরকালই বিখ্যাত ছিল। অথচ আজ বিদেশ থেকে খাদ্য আনতে হয়।

মহিম। সমাজের এত অধঃপতন হয়েছে যে এর সংস্কার করতে হলে ২।৪ জনের চেষ্টায় হবে না। মাঝে মাঝে এইরূপ বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়,যে সত্যই আমি ভেঙ্গে পরি। কর্ম্মশক্তি হারিয়ে ফেলি, জীবনে আসে অবসাদ। দেশের আবহাওয়া অত্যন্ত বিষাক্ত। তাই মনে হয় সব বুঝি ব্যর্থ হল।

তারিণী। হতাশার কোন কারণ নেই। কিছুই ব্যর্থ হয় না। আপনি কি বলেন অরবিন্দের সাধনা, বিবেকানন্দের শিক্ষা, সুভাষের কর্ম্মযোগ, সব ব্যর্থ হবে? না-না-তা হতে পারে না। বিষধর অজগরকে হত্যা না করলে কি তার

মাথার মণি সংগ্রহ করা যায়? সমাজের এই বিভৎসতার মধ্য দিয়েই আসবে সেই ঈপ্সিত মানিক।

নবীন। চসমার কাঁচগুলো কি সুন্দর হয়েছে, বিদেশ থেকেও অর্ডার আসছে। Telescope গুলোও যে এত ভাল হবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি।

তারিণী। এর মূলে আছে অদৃশ্য শক্তি ও কর্ম্মীদের প্রাণের পরশ, নইলে প্রথম প্রচেষ্টাতেই এরূপ আশা করা যায় না।

শক্তি। এবার যেন আঁধারে আলো দেখতে পাচ্ছি।

নবীন। এর মূলে কিন্তু তোমাদের ঐ গুণ্ডা।

মহিম। কে বলে ও গুণ্ডা, ও যদি গুণ্ডা হয় তবে যেন ওর মত গুণ্ডা বাংলার ঘরে ঘরে জন্মান।

(দরোয়ানের প্রবেশ)

দরো। সর্ব্বনাশ হয়েছে বাবু, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সকলে। কি কি।

দরো। গুপিবাবু খুন হয়েছেন।

সকলে। বল কি, কি করে? কোথায়?

দরো। চোরাকারবারী ধরতে গিয়ে। ঐ যে তাঁকে নিয়ে আসছে।

(কয়েকজন কর্ম্মচারী গুপিকে ধরিয়া আনিল। সঙ্গে সঙ্গে মিলের ডাক্তারের প্রবেশ।

নবীন। ডাক্তার বাবু, বাঁচান যেমন করে পারেন।

ডাক্তার। অধীর হবেন না। দেখি (পরীক্ষা করিয়া) Hopeless, excessive bleeding Hospital.—

গুপি। না-না-আমায় এখানেই মরতে দিন। মহিমবাবু কাছে আসুন, নবীন তুমিও এস, মরবার আগে দুটো কথা বলে যাই। (বাক্যরোধ)।

নবীন। বল বল চুপ করলে কেন ?

মহিম। ভগবান তোমায় কোনদিন ডাকিনি। তুমি আছ কি না জানিনা। যদি 'থাক, যদি দয়াময় হও যদি নিঠুর না হও, তাহলে ফিরিয়ে দাও। আমার জীবন নিয়ে ওকে ফিরিয়ে দাও। ও যে জাতীর সম্পদ।

গুপি। (কিছু প্রকৃতিস্থ হয়ে) জ-ল।

(নবীন জলপূর্ণ পাত্র লইয়া খাওয়াইতে যাইবে এমন সময় একজন কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। বাবু খুনী ধরা পরেছে।

(নবীনের হাত হইতে জলের পাত্র পড়িয়া গেল)

নবীন। খুনী ধরা পরেছে, কোথায় সে, তাকে আনতে পার, তাকে নিজের হাতে এমন শাস্তি দেবো যে।—

গুপি। ন-বী-ন ক্ষ-মা।

নবীন। ক্ষমা, নরঘাতকে ক্ষমা! অসম্ভব, কেউ ক্ষমা করতে পারে না।

গুপি। কে-ন পা-রবে না ভা-ই ও-রা-ও ত মা-নু-ষ

নবীন। খুনী কখনও মানুষ হতে পারে না, সে পিশাচ।

গুপি। মা-মু-ষ ক-রে না-ও।

নবীন। সেকি সম্ভব ?

গুপি। কে-ন সম্ভব ন-য়, নে-তা-জা য-দি আ-ন্দা-মা-নে-র স-ম-স্ত চো-ব ডা-কা-ত-দে-র মা-নু-ষ ক-র-তে পা-রে, তু-মি কে-ন পা-র-বে না ? তু-মি-ও ত সেই দে-শে-র-ই ছে-লে ! ওঃ ব-ড় যা-তনা। যা-ই তো-ম-রা র-ই-লে চা-লি-য়ে যে ও। বাং-লা-কে ভু লো-না বাং-লা-লী-কে ভু-লো-না। (মৃত্যু)

নবীন। ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার। (নারী দেখিয়া) সব শেষ।

নবীন। সব শেষ, ভগবান একি করলে (গুপিকে জড়াইযা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল)।

তারিণী। নবীন আব ত ধরে রাখতে পারবে না। এখন ধৈর্য্য ধর, যে মহান কর্ত্তব্যের ভার তোমায় দিয়ে গেল তা ভূলে যেও না। ওঠ এখন পরকালের কাজ কর।

নবীন। যাও বন্ধু যাও বীর সেই অমরধামে, যেথা কলুষ সমাজের ক ল তোমায় ব্যথিত করবে না। কিন্তু অভাগিনী বাংলা মা আমায় তোর ত দুঃখ ঘুচলো না। তোর ভাগ্যাকাশে যখনই কোন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয় তখনই নির্ম্মম নিয়তি তাকে ছিনিয়ে নেয়। তুই কি মা থাকবি চির-অভিশপ্ত ?

(নপথ্যে করুণ সুর বাজিতে লাগিল ও ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল)

বেলেঘাটা অভ্যুদয় সমিতি কর্ত্তৃক

"প্রথম অভিনীত" ২০শে মার্চ্চ, ১৯৫১

নবীন—শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ (লেখক)

শক্তি- শ্রীব্রজেন্দ্র বসু

সুরেশ- শ্রীপ্রভাতকুমার সামন্ত (বাবু)

প্রধান শিক্ষক-- শ্রীচন্দ্রভূষণ বসু M. A., Ph. D.

বাউল ও রতন } - শ্রীতারাপদ সরকার B. A.

তারিণী—শ্রীমুকুন্দলাল দে B A.

মহিম—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ নস্কর (জমিদার)

পণ্ডিতমশাই ও স্বর্ণকার } —শ্রীঅতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুপি-—শ্রীঅজিতকুমার সরকার

পাগল—শ্রীসুধীরকুমার মল্লিক চৌধুরী B. L

রায়বাহাদুর—শ্রীঅজয় সরকার (জজ)

অন্ধ—শ্রীবিশু সরকার

শ্রমিক প্রতিনিধি—শ্রীদেবানন্দ মুখোপাধ্যায়

নগরবাসী, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ, দরোয়ান, মিল-কর্ম্মচারীর ভূমিকায় —সমীর ঘোষ, দিলিপ সরকার, নিমাই সরকার নরেন মুখোপাধ্যায়, প্রণব সরকার, সুবল দে ইত্যাদি।